জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper : www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

ফের উত্তরবঙ্গে

আজ উত্তরবঙ্গ যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। বন্যা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর পুনর্গঠনের কাজ কতদূর হয়েছে তা খতিয়ে দেখবেন এবং প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকও করবেন

হিমেল পরশ

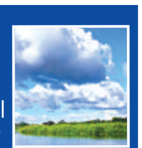

গত ২৪ ঘণ্টায় ৩ ডিগ্রি নেমেছে পারদ। আগামী কয়েকদিন তাপমাত্রা আরও কমবে, জানিয়েছেন আবহাওয়াবিদরা। ৪৮ ঘণ্টায় কলকাতার তাপমাত্রাও কমবে। দার্জিলিংয়ে ছিটেফোঁটা বৃষ্টি হলেও উত্তরের সব জেলাই থাকবে শুকনো

গুরগাঁওয়ে সহপাঠীকে গুলি ধৃত একাদশ শ্রেণির ২ ছাত্র

হিমাচলে বিজেপি বিধায়কের নামে শ্লীলতাহানির অভিযোগ

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১৬৫ • ১০ নভেম্বর, ২০২৫ • ২৩ কার্তিক ১৪৩২ • সোমবার • দাম - ৪ টাকা • ১৬ পাতা • Vol. 21, Issue - 165 • JAGO BANGLA • MONDAY • 10 NOVEMBER, 2025 • 16 Pages • Rs-4 • RNI NO. WBBEN/2004/14087 • KOLKATA

এসআইআরে বিজেপির বিষবাষ্প

আতঙ্কে মা-মেয়ের বিষপান

প্রতিবেদন : বিজেপির বিভাজনের রাজনীতিতে বাংলা জুড়ে তৈরি হয়েছে ভয়ের পরিবেশ। এসআইআর নিয়ে আতঙ্কিত সাধারণ মানুষ। নির্বাচন কমিশনের আপলোড করা ২০০২-এর ভোটার তালিকায় নাম না পেলেই তৈরি হচ্ছে প্যানিক। যার ফলে মৃত্যু পর্যন্ত হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ১৭ জন নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে এসআইআর নামক কৃত্রিম আতঙ্কের জেরে। দু'জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এবার হুগলির ধনেখালিতে এন্যুমারেশন ফর্ম ফিলাপ সংক্রান্ত আতঙ্কে সন্তানকে নিয়ে বিষ খেলেন সোমসপুরের এক মহিলা। আশঙ্কাজনক অবস্থায় দু'জনেই এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ধনেখালির বাসিন্দা আশা সোরেনের সঙ্গে পূর্ব বানপুরের বাসিন্দা সন্তু সোরেনের সঙ্গে বিয়ে হয়। তাঁদের ছয় বছরের একটি কন্যাসন্তান রয়েছে। কিন্তু স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে অশান্তিতে পাঁচ বছর আগে শ্বশুরবাড়ি ছেড়েছেন আশা। এসআইআর শুরু হওয়ার পরে তিনি জানতে পারেন তাঁকে এন্যুমারেশন ফর্ম সংগ্রহ করতে যেতে হবে শ্বশুরবাড়িতে। তাঁর বাপের বাড়িতে, যেখানে তিনি সন্তানকে নিয়ে রয়েছেন সেখানে তাঁকে ফর্ম দেওয়া হবে না। এরপর থেকেই শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার হতাশায় ভুগতে থাকেন তিনি। হতাশায় আশা সোরেন নিজেও বিষ খান। নিজের ছয় বছরের সন্তানকেও বিষ খাওয়ান। দু'জনকেই স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখান থেকে এসএসকেএম হাসপাতালে রেফার করা হয়। ইতিমধ্যেই তৃণমূল সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে দলের সাংসদ, বিধায়ক, মন্ত্রী ও নেতৃত্বদের নিয়ে আলাদা আলাদা কমিটি গঠন করে এসআইআর পর্বে বিভিন্ন কারণে মৃতদের পরিবারের পাশে (এরপর ১২ পাতায়)

ধনেখালিতে আশা সোরেনের বাড়ির সামনে পুলিশ ও এলাকার মানুষ। ইনসেটে আশা ও মনিকা।

কাজের চাপ স্ট্রোকে মৃত্যু হল বিএলও-র

প্রতিবেদন : এসআইআর নামে বিজেপির চক্রান্ত আতঙ্কে পরিণত হয়েছে রাজ্যে। ইতিমধ্যেই বহু ভোটারের মৃত্যু হয়েছে, এবার মৃত্যু হল এক বিএলও-র। নাম নমিতা হাঁসদা। পেশায় অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী। নিজের চাকরি সামলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই ফর্ম বিলি করতে হবে, কমিশনের এই ফরমানে কাজ করতে গিয়ে চরম উদ্বেগে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন তিনি। ব্রেন স্ট্রোকে মৃত্যু হয় পূর্ব বর্ধমানের বিএলও নমিতা হাঁসদার।

নমিতা হাঁসদা।

নির্বাচন কমিশনের বেঁধে দেওয়া সময়সীমার মধ্যে বাড়ি বাড়ি ফর্ম পৌঁছে দিতে রাতের ঘুম ছুটেছে বিএলও-দের। পরিবারের দাবি, সেই কাজের চাপ নিতে পারছিলেন না নমিতা। মেমারির চক বলরামের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ওই প্রৌঢ়া এসআইআরের কাজ নিয়ে (এরপর ১২ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

হয় না

সমস্যার জটিলতাই
যত সমস্যা
ঝামেলার কুটিলতা
নেই ভরসা।
সমাধান সূত্র
এল, গেল,
অঙ্কটা গরমিল
মিলল না।
জীবন তৃষ্ণা
চোখের জলে মেটে না
ক্ষুধিত পাষাণ
গরমেও গলে না।
তৃষ্ণার্ত হৃদয়
সেতারে বাজে না
মধুরোগ মধুরাগেও
হয় না ভজনা।

টানা ৮ ছক্কা ১১ বলে ৫০ বিশ্বরেকর্ড আকাশের

সুরাট, ৯ নভেম্বর : প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে দ্রুততম হাফ সেঞ্চুরির রেকর্ড গড়লেন মেঘালয়ের আকাশ চৌধুরি। রবিবার রঞ্জির প্লেট গ্রুপে অরুণাচল প্রদেশের বিরুদ্ধে মাত্র ১১ বলে পঞ্চাশ করেন তিনি। এর আগে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে দ্রুততম হাফ সেঞ্চুরির রেকর্ড ছিল ইংল্যান্ডের ওয়েন হোয়াইটের। ২০১২ সালে ১২ বলে পঞ্চাশ করেছিলেন তিনি। টানা আট বলে আটটি ছয় মেরে ব্যক্তিগত হাফ সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন আকাশ! এর মধ্যে অরুণাচলের স্পিনার লিমার দাবির এক ওভারে ছ'টি ছক্কা হাঁকান তিনি। (বিস্তারিত ভিতরে)

রবীন্দ্রনাথ-বঙ্কিমচন্দ্রেও বিভাজন খুঁজছে বিজেপি

গণমঞ্চের সাংবাদিক সম্মেলনে নেতৃত্ব। রবিবার।

মানব না বাংলা ও বাঙালির অপমান

প্রতিবেদন : বাংলা ও বাঙালির দুই গর্ব, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে বিভাজন তৈরির চক্রান্ত করছে বিজেপি! তাদের আসল উদ্দেশ্য বাংলা এবং বাঙালিকে অপমান করা। বাঙালির মধ্যে ধর্মীয় বিভাজন তৈরি করা। আসলে আরএসএস-বিজেপি বরাবরই রবীন্দ্রনাথ-বিদ্বেষী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে 'ব্রিটিশের দালাল' বলে দেগে দিতে চায়। কিন্তু ব্রিটিশ শাসক বিশ্বকবির উপর মোটেও প্রসন্ন ছিল না। সেই ঔপনিবেশিক শাসককেই আজকে অনুসরণ করছে আরএসএস-বিজেপি! (এরপর ১২ পাতায়)

মৃতদের পরিজনদের পাশে তৃণমূল, সঙ্গে অর্থসাহায্য

প্রতিবেদন : এসআইআর নিয়ে রাজ্য জুড়ে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করেছে বিজেপি। নিজেদের রাজ্যেই ভীত-সন্ত্রস্ত নাগরিকরা। নির্বাচন কমিশনকে সামনে রেখে বাংলার মানুষকে বিজেপি যেভাবে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছে, তার বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণা করেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর নির্দেশে এসআইআর-আতঙ্কে মৃতদের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে তৃণমূল। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ টিম তৈরি করে দিয়েছেন। সেই টিমের সদস্যরা মৃতদের পরিবারের পাশে দাঁড়াচ্ছেন।

বহরমপুর। মৃত তারক সাহার পরিজনের পাশে মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।

সেইমতো রবিবার দুপুরে মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এসআইআর-আতঙ্কে মৃত বহরমপুরের বাসিন্দা তারক সাহার বাড়ি যান। পরিবারের সদস্যদের সান্ত্বনা ও আশ্বাস দেন। বলেন, রাজ্য সরকার এই দুঃসময়ে তাঁদের পাশে আছে এবং প্রয়োজনীয় সবরকম (এরপর ১২ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

তারিখ অভিধান

১৮৪৮ রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৮-১৯২৫) এদিন কলকাতার তালতলায় জন্মগ্রহণ করেন। বাবা খ্যাতনামা ডাক্তার দুর্গাচরণ, মা জগদম্বা। সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন ব্রিটিশ শাসনাধীন বাংলায় নিয়মতান্ত্রিক ও আবেদন-নিবেদনমূলক রাজনীতির একজন প্রধান-পুরোধা পুরুষ। বিএ পাশ করে বিলেত যান, আইসিএস পরীক্ষায় পাশ করেন। কিন্তু প্রকৃত বয়স নিয়ে গোলযোগ দেখা দিলে তাঁকে আটকে দেওয়া হয়। সুরেন্দ্রনাথ আদালতের দ্বারস্থ হন এবং আদালতের রায়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলে ঘোষিত হন। দেশে ফিরে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট পদে যোগ দেন কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গ বলে

তাঁকে পদচ্যুত করা হয়। বিদ্যাসাগর তখন তাঁকে মেট্রোপলিটন কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। ১৮৮২-তে প্রতিষ্ঠা করেন রিপন কলেজ এবং সেখানেই শিক্ষকতা শুরু করেন। এই রিপন কলেজই আজকের সুরেন্দ্রনাথ কলেজ। ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ রোধে তাঁর নেতৃত্বে তীব্র আন্দোলন শুরু হয়। এজন্য তাঁর নাম হয়ে দাঁড়ায় 'সারেন্ডার-নট সুরেন্দ্রনাথ'। ১৯২৩ সালে মডারেট রাজনীতিক সুরেন্দ্রনাথ ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে ভোটে হেরে রাজনীতি থেকে অবসর নেন। তাঁর লেখা 'আ নেশন ইন মেকিং' ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি মূল্যবান দলিল।

১৯৩২ সুনীতি দেবী (১৮৬৪-১৯৩২) এদিন মারা যান। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা। স্বামী কোচবিহারের রাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ। ১৩ বছরের সুনীতিকে নাবালিকা অবস্থায় নাবালক পাত্রের সঙ্গে হিন্দু মতে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে কেশব সেনের ভক্তবৃন্দ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। স্বামীর সঙ্গে ইউরোপে বেড়াতে গিয়েছিলেন সুনীতি দেবী। সেখানে মহারানি ভিক্টোরিয়ার স্নেহ পান। তিনিই ভারতের প্রথম মহিলা যিনি সিআইই উপাধি পেয়েছিলেন। 'অমৃতবিন্দু', 'কথকতার গান', 'সতী' তাঁর লেখা গ্রন্থ।

১৯০৮ কানাইলাল দত্ত (১৮৮৮-১৯০৮) এদিন ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়েছিলেন। ওই বছরই ২ মে মানিকতলা বোমা মামলায় গ্রেফতার হন। শারীরিক দুর্বলতা সত্ত্বেও দলপতির নির্দেশে রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইকে জেলের ভেতর ৩১ অগাস্ট হত্যা করেন। এই সময়েই তাঁর বিএ পরীক্ষার রেজাল্ট বের হয়। বিপ্লবী বলে ইংরেজ সরকার তাঁকে ডিগ্রি না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। বিচারে ফাঁসি হয় কানাইলালের।

১৯৯০ 'হোম অ্যালোন'-এর ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার এদিন অনুষ্ঠিত হয়। 'হোম অ্যালোন'-এর লেখক জন হিউজেস। এতে অভিনয় করেন ম্যাকলে কালকিন। 'হোম অ্যালোন' দুর্দান্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

১৯৩৮ কামাল আতাতুর্ক এদিন প্রয়াত হন। তুরস্কের প্রথম রাষ্ট্রপতি। তিনি আধুনিক তুর্কি প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা। আতাতুর্কের সংস্কার আন্দোলনের মূলনীতির উপর আধুনিক তুরস্ক প্রতিষ্ঠিত। ইতিহাস বলছে, ক্ষমতায় আসার পর থেকেই আইনি, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সংস্কারের মাধ্যমে উদারপন্থী জীবন-দর্শন তুরস্কে আমদানি করতে শুরু করেন মুস্তাফা কামাল আতার্তুক। যেমন ধর্মনিরপেক্ষতা। তুরস্কের বেশিরভাগ মানুষ মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত। তবু সংবিধানে তুরস্ককে 'ধর্মনিরপেক্ষ' দেশ হিসেবে বর্ণনা করা হয়। সরকারি দফতরের কর্মীরা যাতে ধর্মীয় পরিচিতির চিহ্ন বয়ে না বেড়ান, সে জন্য একটি 'ডিক্রি' জারি করেন আতার্তুক। আর তার পর থেকেই সরকারি ক্ষেত্রে যেসব মহিলা চাকরি করতে চান, তাঁদের হিজাব পরা নিষিদ্ধ হয়।

১৯৯১ ইডেনে জিতল ভারত। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট অঙ্গন থেকে একুশ বছর নির্বাসন শেষে দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট দল আবার প্রথম আন্তর্জাতিক খেলায় অংশ নেয় কলকাতার ইডেনে ভারতের বিরুদ্ধে।

২০২৪ উইলিয়াম রাদিচে (১৯৫১ - ২০২৪) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আজ যখন বাঙালির ভাষাপ্রেমের সংকট নিয়ে নানারকম কথা শোনা যায়, তখন একজন অবাঙালি বাংলাভাষাপ্রেমীর কথা বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে ওঠে। বাংলাভাষার জন্য তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। সুদূর ইংল্যান্ডে থেকে বাংলাভাষাকে ভালবেসে যেভাবে তিনি সযত্নে লালন করে বিদেশি ভাষাকে আত্মস্থ করে নিয়েছেন, তা শুধু অসাধারণ নয়ই, বিস্ময়করও বটে। তাঁর মতো করে আর কোনও বিদেশি বাংলাভাষাকে ভালবাসেনি। অন্যেরা যেখানে গবেষণার কাজে বা অনুবাদে অথবা অন্য কোনও প্রয়োজনবোধে বাংলাভাষা শিখেছেন, সেখানে উইলিয়াম নিজে থেকে ভাষাটিকে আয়ত্ত করে বাঙালির পরম আত্মীয় হয়ে উঠেছেন। সেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বা জীবনানন্দ দাশের লেখা পড়ে নয়, বাংলাদেশের একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধই তাঁকে বাংলাভাষার প্রতি আকৃষ্ট করে তুলেছিল।

কর্মসূচি

■ শ্রীরামপুর লোকসভা তৃণমূল জয় হিন্দ বাহিনীর তরফে স্বাস্থ্যপরীক্ষা শিবির, কম্বল ও মশারি বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাক্তন বিধায়ক প্রবীর ঘোষাল, জেলা তৃণমূল জয় হিন্দ বাহিনীর সভাপতি সুবীর ঘোষ, কোন্নগরের পুরপ্রধান স্বপনকুমার দাস প্রমুখ।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫৫২

১		২	■	৩	■	■	■
	■	৪				৫	■
৬			■		■		■
	■	■	■	৭			৮
৯	১০		১১	■	■	■	
■		■		■	১২		
■	১৩					■	
■	■	■		■	১৪		

পাশাপাশি : ১. জ্ঞাতসারে, সজ্ঞানে ৪. বইয়ের পোকা ৬. গুণকারক ৭. মীমাংসা বা নিষ্পত্তির দলিল ৯. লোলুপ, লোভী ১২. আনন্দ ১৩. উদ্যোগ-আয়োজন, জোগাড়যন্ত্র ১৪. ফুলবিশেষ ।

উপর-নিচ : ১. কাজ হাসিল করে পালানো ২. স্তর, থাক ৩. দুই গ্লাস ৫. দুর্দশা, বিড়ম্বনা ৮. নেশাখোর ১০. সামান্য লাল, রক্তিম ১১. (আল.) চূড়ান্ত অপমান ১২. ছেলে।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫৫১ : পাশাপাশি : ১. জেনেশুনে ৩. ব্যাহার ৫. দাগ ৭. লাসক ৮. মাউড় ১০. ফোকট ১২. পাংশু ১৪. ধাই ১৭. চিদ্রূপ ১৮. কিতকিত। **উপর-নিচ:** ১. জেয়াদা ২. নেবুলা ৩. ব্যাশকম ৪. রড ৬. গতিক ৯. উপধা ১১. টপাটপ ১৩. শুটকি ১৫. ইজ্জত ১৬. সূচি।

নজরকাড়া ইনস্টা

■ জাহ্নবী কাপুর

■ কাজল

■ গৌরব

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
● সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

রবিবাসরীয় চলচ্চিত্র উৎসবে জনসমুদ্র

রবিবারে জনসমুদ্র নন্দন চত্বরে ■ এই উৎসব দুর্গাপুজোর মতোই : প্রসেনজিৎ

মুক্তমঞ্চে নচিকেতা-ইন্দ্রনীল যুগলবন্দি

অংশুমান চক্রবর্তী

রবিবার চলচ্চিত্র উৎসবে দেখা গেছে জনসমুদ্র। শুধুমাত্র কলকাতা বা আশপাশের জেলার নয়, বহু মানুষ এসেছিলেন দূরের জেলাগুলো থেকেও। কাউন্টারে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে সংগ্রহ করেছেন ফ্রি পাস। দেখেছেন দেশ-বিদেশের ছবি।

কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ 'সিনে আড্ডা'। একতারা মুক্তমঞ্চে রবিবাসরীয় আসরে কথায়-গানে মেতে ওঠেন মন্ত্রী তথা গায়ক ইন্দ্রনীল সেন, নচিকেতা চক্রবর্তী, তৃষা পাড়ুই, শুভঙ্কর ভাস্কর, অরিত্র দাশগুপ্ত। সঞ্চালনায় ছিলেন পণ্ডিত দেবজ্যোতি বোস। বিষয় ছিল 'সিনেমায় রাগাশ্রয়ী গান'। মঞ্চের সামনে উপচে পড়েছিল উৎসাহী শ্রোতাদের ভিড়। একে একে গান পরিবেশন করেন নচিকেতা, তৃষা, অরিত্র, শুভঙ্কররা। গানে ফাঁকে চলতে থাকে আড্ডা। শেষ বেলায় দর্শকাসন থেকে মঞ্চে উঠে আসেন ইন্দ্রনীল। তারপরই নচিকেতা ও ইন্দ্রনীল ধরেন ডুয়েট। আবেগে ভাসতে থাকে গোটা চত্বর। এভাবেই তাঁদের যুগলবন্দি রবিবাসরীয় সন্ধ্যা জমিয়ে দেয়। সবমিলিয়ে উৎসবের চতুর্থ দিন ছিল জমজমাট।

নামী পরিচালক, অভিনেতা-অভিনেত্রীরাও এসেছিলেন। তাঁরাও দেখেছেন পছন্দের ছবি। প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় বলেন, ৩১ বছরের চলচ্চিত্র উৎসব। প্রতি বছর উপস্থিত থাকি। রবিবার, ছুটির দিন, বহু মানুষ এসেছেন। সবার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হচ্ছে। ভাল লাগছে। এই উৎসবটা আমাদের কাছে দুর্গাপুজোর মতো। গৌতম ঘোষ, পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, হরনাথ চক্রবর্তী প্রমুখদেরও দেখা গেছে। ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনও।

মিডিয়া সেন্টারে কয়েকটি পর্বে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছেন বিভিন্ন ছবির পরিচালক ও কলাকুশলীরা। ভারতীয় শর্ট ফিল্ম প্রতিযোগিতায় এবার দেখানো হচ্ছে 'বাই লাইন স্ট্যান্ডস'। ২০ মিনিটের ছবি। পরিচালক অঙ্কন মুখোপাধ্যায়-সহ অনেককেই উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা জানিয়েছেন ছবিটি সম্পর্কে।

উৎসবে পালিত হচ্ছে সন্তোষ দত্তের জন্মশতবর্ষ। সেই উপলক্ষে রবীন্দ্রসদনে প্রদর্শিত হয়েছে সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'জয়বাবা ফেলুনাথ'। ছবিটি দেখেছেন বহু মানুষ। শিশির মঞ্চে গুরু দত্ত-র জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত হয়েছে বিশেষ আলোচনাসভা। শ্রোতাদের উপস্থিতি ছিল ভালই। নন্দন-১ সহ প্রায় প্রতিটি প্রেক্ষাগৃহের সবগুলো শো ছিল মোটামুটি হাউসফুল। পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবির পাশাপাশি দর্শকরা উৎসাহের সঙ্গে দেখেছেন স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবিগুলোও।

■ রবীন্দ্রসদন চত্বরে একতারা মুক্তমঞ্চে যুগলবন্দি নচিকেতা ও ইন্দ্রনীল সেনের। ডানদিকে নন্দন চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি অভিনেতা প্রসেনজিৎ। — শুভেন্দু চৌধুরি

ফর্ম ফিলআপ না করলে নাম বাদ কোন অধিকারে, প্রশ্ন কল্যাণের

প্রতিবেদন : এনুমারেশন ফর্ম ফিলআপ না করলে নাকি ভোটাধিকার থাকবে না! ২০২৪-২৫ সালের ভোটার তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও কেন বাধ্যতামূলকভাবে এই ফর্ম পূরণ করতে হবে? নির্বাচন কমিশনের এসআইআর-এর পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তুললেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার শ্রীরামপুরের সাংসদ নির্বাচন কমিশনকে কাঠগড়ায় তুলে বলেন, ২০২৪ সালে কিংবা ২০২৫ সালেও যাঁরা ভোট দিয়েছেন, তাঁদেরও এনুমারেশন ফর্ম দেওয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে, এই ফর্ম ফিলআপ করে জমা না দিলে নাকি ভোটাধিকার থাকবে না! এ কেমন নিয়ম? ফর্ম ফিলআপ না করলে ভোটার লিস্টে নাম থাকবে না? তার মানে এখন আমরা কেউই ভোটার নই? সবার ভোটার কার্ড ইনভ্যালিড হয়ে গেল? নতুন করে ভোটার তালিকা তৈরি হচ্ছে? এনুমারেশন ফর্ম ফিলআপ না করলেও বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার কোনও অধিকার নেই নির্বাচন কমিশনের!

একইসঙ্গে রবিবার শ্রীরামপুর পুরসভার ২৪ নং ওয়ার্ডের ভোট রক্ষা শিবিরে গিয়ে অনলাইনে ফর্ম ফিলআপের ক্ষেত্রে এপিক নম্বরের সঙ্গে মোবাইল নম্বর লিঙ্ক নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন কল্যাণ। সাংসদের বক্তব্য, এপিক নম্বর ও মোবাইল নম্বর লিঙ্ক থাকলেই নাকি

■ দলীয় কর্মসূচিতে সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

অনলাইনে ফর্ম ফিলআপ করা যাবে। কিন্তু এটা তো কারওরই নেই। এই সিস্টেমই তো ছিল না এতদিন। আমারও তো নেই। এখন দুম করে এসব বললে হয় নাকি? যতসব ফালতু কথাবার্তা বলে মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে নির্বাচন কমিশন। এই অদ্ভুত ইলেকশন কমিশন আর বিজেপির জন্য সারা বাংলার মানুষ দুশ্চিন্তার মধ্যে রয়েছেন। সবার কাছে অনুরোধ, কেউ ভয় পাবেন না। বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন। আন্দোলন যা হওয়ার হবে। আইনি লড়াইয়ে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত যাব। বিজেপির নাক কেটে দেব, কিন্তু বাংলায় একজন ভোটারেরও নাম কাটতে দেব না! এই এসআইআর বিজেপির জন্য ব্যাক ফায়ার হবে!

■ এসআইআর চক্রান্তের প্রতিবাদে রবিবার খড়দহ বিধানসভার ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে দুটি প্রতিবাদ সভা ও মিছিলে পাতুলিয়া, বন্দিপুর, বিলকান্দা ১ ও ২ পঞ্চায়েতের বিপুল সংখ্যক কর্মী, সাধারণ মানুষ ও জনপ্রতিনিধিরা অংশ নেন। নেতৃত্ব ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক ও মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। ছিলেন প্রসেনজিৎ সাহা, প্রবীর দাস-সহ অন্যরা।

এসআইআর : এত বিতর্ক তবুও 'সেরা পারফর্মার' বাংলা

প্রতিবেদন : এসআইআরের নামে বাংলায় রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের প্রেক্ষাপট রচনা করেছে বিজেপি ও কেন্দ্রীয় সরকার। বাংলায় কেন্দ্রীয় সংঘাত সর্বাধিক হলেও এনুমারেশন ফর্ম বিলি-সহ এসআইআর-সংক্রান্ত সামগ্রিক কাজে 'সেরা পারফর্মার' পশ্চিমবঙ্গ। খোদ নির্বাচন কমিশনই দিয়েছে এই সেরার স্বীকৃতি। সম্প্রতি তিনদিনের উত্তরবঙ্গ সফরে এসে সিনিয়র ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী জানান, ১২টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের এসআইআর সংক্রান্ত কাজের অগ্রগতি সবথেকে বেশি। রবিবার বিকেল পর্যন্ত রাজ্যে সাড়ে ৪ কোটির বেশি এনুমারেশন ফর্ম বিলি করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, গত পাঁচদিনে ১২ নির্বাচনমুখী রাজ্যে এনুমারেশন ফর্ম বিলির ক্ষেত্রে রাজ্যগুলির গড় শতাংশের বিচারে অঙ্গরাজ্য হিসেবে গোয়ার পরেই রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। তবে জনসংখ্যার নিরিখে এবং রাজনৈতিক উন্মাদনায় পশ্চিমবঙ্গের ধারেকাছে নেই গোয়া। সেই হিসেবে রাজ্যগুলির মধ্যে তো বটেই, বাকি তিনটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গই সেরা পারফর্মার। প্রথম পাঁচদিনে শেষ হওয়ার আগেই নির্বাচনমুখী ১২ রাজ্যের মধ্যে অঙ্গরাজ্য হিসেবে পশ্চিমবঙ্গে শনিবার দুপুর পর্যন্ত প্রায় ৪৬ শতাংশ ফর্ম বিলির কাজ শেষ হয়েছে। যেখানে বেশ কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে তামিলনাড়ু অসম, কেরল, ছত্তিশগড়, রাজস্থান, গুজরাত, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশের মতো বড় রাজ্যগুলি।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সম্পাদকীয়

10 November, 2025 • Monday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বিরোধী আসনেই

এসআইআর আতঙ্কে রাজ্যে ইতিমধ্যে ১৭ জন মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এঁদের অধিকাংশের আতঙ্কে মৃত্যু হয়েছে অথবা আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছেন। একটার পর একটা ঘটনা ঘটে চলেছে। প্রকাশ্যে মানুষ বলছেন, এসআইআর নাগরিকদের মধ্যে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার পরিবেশটা নষ্ট করে দিয়েছে। আসলে এটাই চাইছে বিজেপি। তাদের ধারণা, রাজ্যের মানুষকে যদি এভাবে একটা সংকটের মধ্যে ফেলে দেওয়া যায় তাহলে বিধানসভায় তারা জেতার জায়গায় যেতে পারে। মূর্খামি অনেক ধরনের হয়। বিজেপি ২০১৬, ২০২১-এ গোহারা হেরেও এতটুকু শিক্ষালাভ করেনি। বিরোধী দলনেতা ফলাও করে রোজ বলছেন, একে বের করে দেব, ওকে বের করে দেব, এত ভোট ছাঁটাই হবে... আরও কত কী! তাঁর কথাতেই পরিষ্কার হচ্ছে কমিশনকে বিজেপির ভৃত্য বানিয়ে রেখেছে। ভোটের আগে বুথে অশান্তি তৈরির চেষ্টা। কিন্তু তৃণমূল কর্মীরা নেতৃত্বের নির্দেশ মেনে শুধু যে বিএলও-দের সঙ্গে থাকছেন তাই নয়, তাঁরা একদিকে যেমন কাজে সাহায্য করছেন, অন্যদিকে ভুল হলেও ধরিয়ে দিচ্ছেন। সেই কারণেই নির্বাচন কমিশন বলতে বাধ্য হয়েছে, দেশের মধ্যে বাংলাতেই সবচেয়ে নির্ভুল কাজ হচ্ছে। এটাই হচ্ছে বাংলা। এটাই হচ্ছে বাংলার তৃণমূল সরকার। বিজেপি যতই এসআইআর-এর কৌশল করুক না কেন, মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছেন ২০২৬-এর জুন মাসের পরেও বিজেপি বিধানসভার বিরোধী আসনে বসবে। তবে বিরোধী দলের স্বীকৃতি পাওয়াও প্রশ্নের মুখে।

স্পষ্ট কথা স্পষ্ট করে বলছি

কে নাগরিক সে-কথা বলার এক্তিয়ার নির্বাচন কমিশনের নেই। অথচ স্বয়ং বিরোধী দলনেতা, গদ্দারকুলের পোদ্দার, রোহিঙ্গা তাড়ানোর নামে যে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছেন, তার ধাক্কায় প্রাণ যাচ্ছে হিন্দুদেরও। হ্যাঁ, গরিব, খেটে খাওয়া, সকাল-সন্ধে তেত্রিশ কোটি দেবতার নাম জপকরা উদ্বাস্তুদের। শুরু হয়েছে মৃত্যুমিছিল। পানিহাটি থেকে কাকদ্বীপ, ধূপগুড়ি থেকে শেওড়াফুলি, জাত-ধর্ম নির্বিশেষে মানুষ আত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছেন প্রতিদিন। প্রদীপ কর দিয়ে শুরু। শেওড়াফুলির বীথি দাস, ধূপগুড়ির লালুরাম বর্মন এবং কুলপির হাইমাদ্রাসার শিক্ষক সাহাবুদ্দিন পাইক...তালিকাটা ক্রমশ দীর্ঘ হচ্ছে। মতুয়া গড় থেকে রাজবংশীপাড়া, চা-বাগান থেকে উদ্বাস্তু কলোনি, সর্বত্র অধিকার হারানোর ভয়। এমনকী ছ'বছরের শিশুকন্যাকে নিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা এক গৃহবধূর। ঘটনাটি ঘটেছে ধনেখালি থানার অন্তর্গত সোমসপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কানানদী এলাকায়। এরকম চললে ৭ ফেব্রুয়ারির পর প্রাণহানির সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গের অতীতের যে কোনও নির্বাচনের সংঘর্ষে মৃত্যুর রেকর্ডকে টেক্কা দেবে, কারণ ভয়টা ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার নয়, নাগরিকত্ব হারানোর। বিতাড়িত হওয়ার। বিপন্নতাটা গুলি, বোমার আঘাতের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। অন্তত এমনই একটা মহল তৈরি করা হয়েছে বিজেপি নেতাদের সৌজন্যে। কিন্তু কে দেশের নাগরিক, আর কে নয়, তা ঠিক করার মালিক কি নির্বাচন কমিশন? এসআইআর শুরু হতেই এই প্রশ্নটা বারবার সামনে উঠে আসছে। নাগরিকত্ব নিরূপণের দায়িত্ব ষোলোআনাই কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের এ-ব্যাপারে কোনও এক্তিয়ারই নেই। কমিশনের দায়িত্ব, একটা ভোটার তালিকা চূড়ান্ত করে নির্বিঘ্নে ভোটপর্ব সম্পন্ন করা। তালিকার সংশোধন করা যেতেই পারে, সময়ে সময়ে তা প্রয়োজনও। কিন্তু তালিকা থেকে কারও নাম বাদ গেলেই তাঁকে দেশের নাগরিক নন বলে দেগে দেওয়ার ক্ষমতা নেই কমিশনের। জনগণনা, এনপিআর, এনআরসি নিয়ে অনেক কথা হয়েছে, কিন্তু কাজ একটুও এগোয়নি। তা করতে গেলে কেন্দ্রের সরকার বেকায়দায় পড়তে পারে, জনপ্রিয়তা ক্ষুণ্ণ হতে পারে বুঝেই ঘুরিয়ে এনআরসি'র রাস্তা সুগম করতে ১২ রাজ্যে তড়িঘড়ি এসআইআরের দামামা বাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঠিক ৯ বছর আগে নোট বাতিল করেও কালো টাকা খতম হয়নি। কিন্তু মাসের পর মাস তার ঠেলায় সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে। স্রেফ ব্যাঙ্কে নিজের টাকা তোলার লাইনে দাঁড়িয়ে কত প্রবীণ মানুষ আতঙ্কে, উৎকণ্ঠায় প্রাণ হারিয়েছেন তার খোঁজ কেউ রাখেনি।

—দিশারী ঠাকুর, গড়িয়া, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

দিবাস্বপ্ন দেখাটা বন্ধ করুন, প্লিজ

দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়। সিপিএমের শাবকরা সেখানে ছাত্র ভোটে ভাল ফল করেছে। রুখেছে গেরুয়া বাহিনীকে। তার মানে কি, পশ্চিমবঙ্গেও প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রতিষেধক হিসেবে তাদের ওপরেই আস্থা রাখবেন বঙ্গবাসী? ফেসবুকের পোস্ট দেখলে এমন বিভ্রম হতেই পারে। কিন্তু আসল ছবিটা অন্য। লিখছেন **পার্থসারথি গুহ**

প্রয়াত সাংসদ তথা সিপিআই নেত্রী গীতা মুখোপাধ্যায়ের এক অবিস্মরণীয় উক্তি দিয়ে এই লেখার অবতারণা করছি। সিপিএমের মতো ফেক নন। প্রকৃত বামপন্থায় বিশ্বাসী গীতা মুখোপাধ্যায় তৎকালীন রাজনীতিতে তোলপাড় ফেলে দেওয়া তরুণ তুর্কি সাংসদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলেছিলেন, ''মমতা তোর জায়গা তো এদিকে। তুই ওদিকে কেন?'' সিপিএমের মতো ওপরচালাক ভণ্ড কমিউনিস্ট তো আর গীতা মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, গুরুদাস দাশগুপ্ত, ক্ষিতি গোস্বামী, যতীন চক্রবর্তীরা নন। তাঁরা সঠিক পন্থায় মার্কসবাদ-লেনিনবাদের অনুশীলন করতেন।

ঠান্ডা ঘরে নয়, প্রান্তিক মানুষের পাশে থাকতেন। সিপিএমের মতো আমি খাব তুমি বাদ, মার্কসবাদ, লেনিনবাদে বিশ্বাস করতেন না তাঁরা। সেজন্যই গীতা মুখোপাধ্যায়ের জহুরির চোখ চিনতে পেরেছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যেকার সমাজতান্ত্রিক, বামপন্থী সত্তাকে। বস্তুত, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু থেকে পণ্ডিত নেহরু, পরবর্তীতে ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যেও সেই বামপন্থা বহাল তবিয়তে বিরাজমান থেকেছে। অথচ বামপন্থার নামে কলঙ্ক সিপিএম নেতাজিকে তোজোর কুকুর, ইন্দিরা গান্ধীকে ডাইনি এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর চরম নির্যাতন, কুৎসা চালিয়ে বামপন্থার আদর্শ ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে। নকশাল আন্দোলনের

পরিপূর্ণ ডিভিডেন্ড কুড়িয়ে ক্ষমতা দখল করা সিপিএম নামেই বাম। চরম দক্ষিণপন্থাকেও লজ্জা দিয়েছেন জ্যোতিবাবুরা।

বৃহত্তর একান্নবর্তী বামপন্থী পরিবার গড়ে তোলায় বরাবর তাদের আপত্তি। সেজন্য সিপিআইএমএল, এসইউসি(এস)-এর মতো বামপন্থী দলগুলোর ব্যাপারে প্রথম থেকেই নাক সিঁটকেছে সিপিএমের নামাবলি পরা মেকি কমিউনিস্টের আড়ালে থাকা এলিট-বুর্জোয়ারা। অথচ সেই সিপিএমই এখন গাড্ডায় পড়ে জওহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটিতে আইসা ও ডিএসএফের সঙ্গে জোট বেঁধে এবিভিপিকে হারিয়ে এমন ভান করছে যেন পশ্চিমবঙ্গে হারানো জমি ফিরে পেয়েছে।

সিপিএমের অতিউৎসাহী কমরেডরা যে শুধুই ফেসবুক, ট্যুইটার তথা সোশ্যাল মিডিয়ায় সুন্দর, ৩৪ বছরের অত্যাচার সহ্য করা বাংলার মানুষের কাছে বান্দর সেটা মনে হয় বুঝতে পারছে না। বা বুঝেও হ্যালুসিনিয়েট করে ওরা সেই বাম জমানার পৈশাচিক মধ্যযুগে ফিরে গিয়েছে। অন্ধ মমতা বিরোধিতার নামে সিপিএমের হিপোক্রেসির পরিপূর্ণ সুযোগ নিয়ে কমরেডদের ভোটে ভাগ বসিয়ে এই রাজ্যে বেড়ে উঠেছে বিজেপির মতো চরম সাম্প্রদায়িক একটি দল।

জেএনইউ-এর জয়ের খবরে পশ্চিমবঙ্গে সিপিএমের উল্লাস দেখে মনে হচ্ছে রাজ্যে ফের বুঝি অষ্টম বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হতে চলেছে।

শূন্যের পুণ্যিপুকুরে স্নান করে, লাল বস্ত্র পরিধানে কমরেডকুল সুনীল আকাশে উড়িত বিহঙ্গের মতো পতপত করিয়া ডানা মেলিতেছেন।

এরপরেই যথারীতি দিবাস্বপ্নর অক্কাপ্রাপ্তি।

জাম্প কাটে স্বপ্নভঙ্গর দৃশ্যটা অনেকটা খাট ভেঙে কমরেড সুশান্তর হুড়মুড়িয়ে পড়ে যাওয়ার মতো। যাক গে যাক। স্বপ্ন তো স্বপ্নই। স্বপ্ন দেখতে তো আর মানা নেই। সামান্য অশ্লীল হলে সে না হয় সেন্সর করা যাবে। সিপিএম পশ্চিমবঙ্গের পরতে পরতে এতটাই দগদগে ক্ষত সৃষ্টি করে গিয়েছিল যে তাদের নিয়ে বাংলার সাধারণ মানুষ আর ভাবনাচিন্তাও করে না। চেতন-অবচেতন সবেতেই বিলীন সিপিএম। এতটাই অপ্রাসঙ্গিক রাজ্যের ৩৪ বছরের স্বৈরাচারী স্টালিনিস্ট শাসকরা।

বিগত ১৪ বছরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে বাংলা প্রত্যক্ষ করেছে প্রকৃত বামপন্থা কাকে বলে। সিপিএমের মতো মুখে মারিতং জগতং নয়। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী-সহ একগুচ্ছ প্রকল্প, ঝকতকে রাস্তাঘাট, সরকারি স্বাস্থ্য-শিক্ষা ব্যবস্থার ভোলবদলের মাধ্যমে কোটি কোটি প্রান্তিক মানুষের আশীর্বাদ কুড়িয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। লেনিনের জন্মদিনকে নিজের বলে চালানো সিপিএম নেতার মতো ৩৪ বছরের বুজরুকি বাংলার মানুষের কাছে এখন দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। আসনের অঙ্কে শূন্য, ভোট শতাংশে লবডঙ্কা হলে কী হবে, সিপিএমের একেকজন 'বীরপুঙ্গব'-কে দেখলে বোঝাই যায় না, তাদের এতটাই হতশ্রী দশা। ফেসবুকে প্রতিক্ষণে তাদের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব দেখলে মনে হবে সুলভে কমিউনিজমের পাঠশালা খুলেছেন সিপিএমের কমরেডরা। সেখানে নীতিকথার ফুলঝুরি ছুটছে। গীতাপাঠের মতো গঠনতন্ত্র ঘেঁটে তাত্ত্বিক সাজা। সন্ধে হলেই টিভি চ্যানেলেও তেনাদের দেখা যায়।

এই দেখুন, তেনারা বলাতে সিপিএমকে মোটেই ভূত বা প্রেতাত্মা ভাববেন না। একটু সম্মান দিয়ে লুপ্তপ্রায় ডায়নোসর বা সংরক্ষিত মমি বলাই যায়। যাদের গায়ে খোদিত রয়েছে ৩৪ বছরের নরসংহারের নানা ইতিহাস। মরিচঝাঁপি, আনন্দমার্গী, বানতলা, ধানতলা, সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, নেতাই— কী নেই সেখানে! যুব কংগ্রেস সভানেত্রী থাকাকালীন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকা রাইটার্স অভিযানে কাপুরুষের মতো গুলি চালিয়ে কংগ্রেস কর্মীদের খুন করে সেই কবে চিনের তিয়েন-আন-মেন স্কোয়ারের স্টেজ রিহার্সাল সেরে রেখেছিল এই হার্মাদরা।

যদিও জওহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটিতে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী আরএসএস-এর ছাত্র শাখা অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদকে সিপিএমের ছাত্র সংগঠন এসএফআই কিন্তু একার জোরে হারাতে পারেনি। যাবতীয় ইগো সরিয়ে আইসা, ডিএসএফ ইত্যাদি অতি বাম এবং অন্য সংগঠনগুলোর সঙ্গে জোট বেঁধে তবেই জিতেছে এসএফআই। ওই দেখুন সিপিএম যে বড় বড় বুকনি দেয় আমরা নানা ছোটদলকে নিয়ে ৩৪ বছর রাজ্য চালিয়েছি। সিপিএমের সঙ্গে ঘর করা যে কী সাংঘাতিক অত্যাচার সহ্য করা তা সিপিআই, ফরওয়ার্ড ব্লক, আরএসপি, ডিএসপি-সহ বামফ্রন্টের একদা শরিক দলগুলো হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। একটা সময়ে রাজ্যে বধূ নির্যাতনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলত ছোট শরিকের ওপর সিপিএমের প্রভুত্ব স্থাপনের নামে চরম অরাজকতা স্থাপন। সিপিএমের বশংবদ হতে পারলে চাকরবাকরের মতো মাথা বিকিয়ে মন্ত্রিসভায় থাকতে হত। আলিমুদ্দিনের বেঁধে দেওয়া নির্দেশে জো হুজুর মার্কা ক্রীতদাসের মতো পরাধীন যাপন।

একটু অন্যথা হলে শরিক দল বলেও রক্ষে ছিল না। শুধু এসইউসি(এস)-র কমরেড নিধন নয়, আরএসপি-সিপিএম সংঘর্ষে প্রায়শই রক্তাক্ত হত বাসন্তী, গোসাবার মাটি। কোচবিহারে সিপিএমের পুলিশের গুলিতে ঝাঁঝরা হতে হয়েছিল ফরওয়ার্ড ব্লক কর্মীদের। প্রতিবাদ করলে কমল গুহ, যতীন চক্রবর্তীদের মতো বর্ষীয়ান নেতাকে অপমান-তিরস্কারে জর্জরিত করা হত। রাজ্য বামফ্রন্টের অন্যতম প্রবীণ নেতা ফরওয়ার্ড ব্লকের অশোক ঘোষও সিপিএমের আলিমুদ্দিনি বাবুদের বিষনজরে পড়েছেন। ক্ষিতি গোস্বামীর মতো আপাদমস্তক ভদ্রলোককেও এই সিপিএমের শ্যেন দৃষ্টিতে পড়তে হয়েছে। শুধু শরিক দলই বা বলি কেন, ''চোরেদের মন্ত্রিসভায় আমি থাকব না।'' কিংবা ''আমি এমন একটা দল করি যারা কথায় কথায় সর্বনাশা ধর্মঘট ডাকে'' বলার পর প্রয়াত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে পর্যন্ত সেন্সর করেছে সিপিএম।

সৈফুদ্দিন চৌধুরীর মতো নেতাকে কংগ্রেস ঘনিষ্ঠতার অভিযোগে ছেঁটে ফেলে পরে সেই কংগ্রেস তথা গান্ধী পরিবারের পা ধরেছে সিপিএম। এতটাই দ্বিচারী তারা।

জেএনইউ-এর জয় নিয়ে যে এসএফআই জগঝম্প করছে তাদের র্যাগিংয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে স্বপ্নদীপের মতো একের পর এক তাজা প্রাণকে আমরা হারিয়েছি। জেইউতে সিসিটিভি লাগানোয় এই এসএফআইয়ের প্রবল আপত্তি। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাঙ্গণে অন্য মতালম্বী শিক্ষকদের পেটানো, শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, বাবুল সুপ্রিয়র ওপর বর্বর প্রাণঘাতী আক্রমণ এসএফআইয়ের স্বভাবসিদ্ধ। পরিশেষে বলা যায়, সিপিএম আর এসএফআই ওই বাতেলা আর ফেরেববাজিতেই সিদ্ধহস্ত থাক। বাংলা থাকুক মমতাময়ী নেত্রীর স্নেহস্পর্শে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মোবাইল চোর সন্দেহে রবিবার এসএসকেএম হাসপাতালের মেইন ব্লকের সামনে এক যুবককে মারধর রোগী পরিজনদের। আহত অবস্থায় অভিযুক্তকে আটক করেছে ভবানীপুর থানার পুলিশ

এসআইআর আতঙ্কে মৃতদের পরিবারের পাশে মানবিক টানে তৃণমূল নেতৃত্ব

কুলপিতে মৃত শাহাবুদ্দিনের বাড়িতে ২ সাংসদ বাপি-পার্থ

■ কুলপির কালিচরণপুরে মৃতের বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সদস্যদের পাশে থাকার আশ্বাস দিলেন সাংসদ বাপি হালদার ও পার্থ ভৌমিক।

সংবাদদাতা, কুলপি : এসআইআর আতঙ্কে শুরু হয়েছে মৃত্যু মিছিল। ছলে বলে কৌশলে এমনটাই চেয়েছিল বিজেপি। কিন্তু তৃণমূল সর্বদাই এর প্রতিবাদ করে এসেছে। তাই এবার তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপি বিধানসভার কালীচরণপুর গ্রামে এসআইআর আতঙ্কে মৃত শাহাবুদ্দিন পাইকের পরিবারের সাথে দেখা করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধি দল।

রবিবার দুপুরে সাংসদ পার্থ ভৌমিক, বাপি হালদার ও বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার সহ স্থানীয় নেতৃত্ব শাহাবুদ্দিনের বাড়ি যান। আর্থিক সাহায্য করার পাশাপাশি যেকোনও প্রয়োজনে পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন তাঁরা। সাংসদ পার্থ ভৌমিক বলেন, এসআইআর নামে রাজ্যের একাধিক জায়গায় মানুষের মৃত্যু হচ্ছে। বিজেপি সরকার এটাই চেয়েছিল। ভোটার লিস্টে নাম নিয়ে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। তাঁদের মৃত্যুর মুখে ফেলে দিচ্ছে। এর যোগ্য জবাব মানুষই দেবেন। পাশাপাশি পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন এবং সমস্ত মানুষকে আতঙ্ক না হওয়ার জন্য আবেদন করে কারণ তাদের পাশে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বদা আছে। যতদিন রাজ্যের মা মাটি মানুষের সরকার আছে কোনও ভোটার বাদ যাবে না।

সাংসদ আশ্বাস দিয়ে বলেন, আপনারা নিশ্চিন্তে থাকুন, কোনওভাবে কোনও দুশ্চিন্তা করবেন না।

মৃত সফিকুলের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস শওকত-অরূপের

■ ভেঙে পড়বেন না, দল পাশে আছে। ভাঙড়ে সফিকুলের পরিবারকে সেই কথাই বললেন শওকত মোল্লা ও অরূপ চক্রবর্তী।

সংবাদদাতা, ভাঙড় : এসআইআর অকালে নিজের প্রাণ দিয়েছেন সফিকুল। রবিবার মৃত সফিকুল গাজির পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন তৃণমূল নেতা অরুপ চক্রবর্তী ও ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লা। এই দিনে শোকসন্তপ্ত পরিবারের হাতে তিন লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তা তুলে দেয় তৃণমূলের প্রতিনিধি দল। পাশাপাশি, পরিবারের প্রতি সবরকম সাহায্য ও পাশে থাকার আশ্বাস দেন তাঁরা।

তৃণমূল নেতৃত্ব জানায়, মানবিক দায়বদ্ধতা থেকে আমরা আজ এই পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছি। ভবিষ্যতেও সবরকমভাবে পাশে থাকব।

চলতি মাসের ৫ তারিখ রাতে ভাঙড়ের জয়পুরে নিজের বাড়িতেই আত্মহত্যা করেন সফিকুল গাজি। তাঁর মৃত্যুকে ঘিরে তৈরি হয় ব্যাপক চাঞ্চল্য ও বিতর্ক। মৃত সফিকুলের স্ত্রী জানান, এসআইআরের আতঙ্কেই আত্মহত্যা করেছেন সফিকুল।

অরূপ চক্রবর্তী বলেন, রাজনীতি নয়, এটা মানবিক দায়িত্ব। আমরা চাই পরিবারটা যেন সাহস পায়, মানসিকভাবে ভেঙে না পড়ে। দল তাঁদের পাশে আছে।

তৃণমূলের উন্নয়নযজ্ঞে শামিল হতেই বিপুল যোগদান বালিতে

■ বালিতে বিজেপিতে ভাঙন! শতাধিক কর্মীর হাতে তৃণমূলের পতাকা তুলে দিলেন যুবনেতা কৈলাস মিশ্র।

সংবাদদাতা, হাওড়া : ধীরে ধীরে পায়ের তলার মাটি আলগা হচ্ছে বিজেপির। আগামী বছরের নির্বাচনের আগে পুরো ঘর খালি হয়ে যাবে কি না সেই আতঙ্কই হয়তো গ্রাস করছে বালির বিজেপি নেতৃত্বকে। কারণ বালির ২৩ নম্বর ওয়ার্ড থেকে প্রায় শতাধিক বিজেপি কর্মী-সমর্থক তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন রবিবার। তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিলেন হাওড়া সদর যুব তৃণমূলের সভাপতি কৈলাস মিশ্র। এছাড়াও ছিলেন বালি কেন্দ্র তৃণমূলের সভাপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, যুবনেতা সুরজিৎ চক্রবর্তী-সহ দলের আরও অনেকে। এদিন ওই ওয়ার্ডের বিজেপি নেতারা দলীয় কর্মীদের নিয়ে তৃণমূলে যোগ দিয়ে জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্য জুড়ে উন্নয়নের যে কর্মযজ্ঞ চলছে তাতে শামিল হতেই তাঁরা তৃণমূলে যোগ দেন। আগামী দিনে আরও অনেকে বিভিন্ন বিরোধী দল থেকে তৃণমূলে যোগ দেবেন দলীয় নেতৃত্বের তরফে জানানো হয় এদিন।

ইসকনকে প্রতারণা, ধৃত অভিযুক্ত

প্রতিবেদন : ধর্মীয় বই কিনতে গিয়ে কোটি টাকার প্রতারণার শিকার কলকাতা ইসকন। বেশ কয়েকবছর আগে অর্ডার দেওয়া বইয়ের তুলনায় অনেক বেশি বইয়ের হিসেব দিয়ে ভুয়ো বিল ধরিয়ে ইসকন কর্তৃপক্ষকে ২ কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগ। সাপ্লাইয়ের দায়িত্বে থাকা দেবরাজ ভট্টাচার্য নামে এক ব্যক্তি ও তাঁর সঙ্গীর বিরুদ্ধে ২০১৯ সালে শেক্সপিয়র থানায় প্রতারণার অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল ইসকনের তরফে। কিন্তু তারপর থেকে অভিযুক্ত ব্যক্তি পলাতক ছিলেন। অবশেষে শনিবার রাতে গিরিশ পার্ক এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতকে ১৮ নভেম্বর পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

অনশনে অসুস্থ ৯

সংবাদদাতা, অশোকনগর : কেন্দ্রের বিজেপি সরকার আর নির্বাচন কমিশনের যৌথ চক্রান্ত এসআইআর-এর প্রতিবাদে আমরণ অনশনে বসেছেন মতুয়া পরিবারের সদস্যরা। ঠাকুরনগরের ঠাকুরবাড়ির সামনেই তৃণমূল সাংসদ তথা মতুয়া মহাসংঘের সংঘাধিপতি মমতাবালা ঠাকুর ও মহাসংঘের পদাধিকারীদের এই অনশন রবিবার পঞ্চমদিনে পড়েছে। এদিন ২১ অনশনকারীর মধ্যে আরও একজন অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁকে বনগাঁ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। নদিয়াবাসী বছর ৬৫-এর নিতাই মণ্ডলকে এদিন প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় চাঁদপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে। পরে অবস্থার অবনতি হলে বনগাঁ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। এখনও পর্যন্ত মোট ৯ জন অনশনকারী অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তবে এখনও অনশন থামাতে নারাজ মতুয়া পরিবার।

প্রতিবাদে তৃণমূল

সংবাদদাতা, কাকদ্বীপ : সিএএ ও এসআইআরের জেরে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে বাংলার মানুষ। এবার তার প্রতিবাদেই কাকদ্বীপে বিধায়ক মন্টুরাম পাখিরার নেতৃত্বে প্রতিবাদ মিছিল ও সভার আয়োজন করল তৃণমূল কংগ্রেস। রবিবার দুপুরের এই মিছিলে উপস্থিত ছিলেন নারী, শিশু ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা, মথুরাপুরের সাংসদ বাপি হালদার, মন্দিরবাজার ও কাকদ্বীপের বিধায়ক জয়দেব হালদার। মিছিল শুরু হয় কলেজ মোড় থেকে যায় বাসন্তী ময়দান পর্যন্ত। শশী পাঁজা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে কেন্দ্র সরকার রাজ্য সরকারের পাওনা টাকা আটকে রেখেছে। রাজ্যের উন্নয়ন কেন্দ্রীয় সরকার চায় না। এখন এসআইআর ও সিএএ করে রাজ্যকে উত্তপ্ত করতে চাইছে। এই চক্রান্ত তৃণমূল কংগ্রেস কোনওভাবেই সফল হতে দেবে না।

■ রবিবার বারাসত পুরসভার ৩১ নং ওয়ার্ডে এসআইআর ক্যাম্প পরিদর্শনে স্থানীয় সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার।

■ অশোকনগর বিধানসভার অশোকনগর কল্যাণগড় পুরসভার ২১ নং ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে 'বাংলার ভোটাধিকার রক্ষা' ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাধিপতি তথা স্থানীয় বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী।

রাজ্য
10 November, 2025 • Monday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রবিবার সকালে চাঁদনি চকের কাছে সিইএসসির অফিসে আগুন। ঘটনাস্থলে দমকলের চারটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে

২৬-এ প্রধান বিরোধী থাকবে সংশয়ে বিজেপিই : ঋতব্রত

সংবাদদাতা, বারাসত : বিজেপি নেতা-মন্ত্রীরা জানেন বাংলায় চতুর্থবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই। এ-বিষয়ে তাঁদের কোনও সংশয় নেই। তবে ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের পর বিজেপি রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল থাকবে কি না তা নিয়ে বিজেপিরই সংশয় আছে। রবিবার বারাসতের রবীন্দ্রভবনে বারাসত সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি'র ডাকে শ্রমিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এমনই মন্তব্য করেন আইএনটিটিইউসি'র রাজ্য সভাপতি সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন বারাসত সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি তাপস দাশগুপ্তের নেতৃত্বে হওয়া শ্রমিক সম্মেলনে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বারাসতের সাংসদ তথা বারাসত সাংগঠনিক জেলার সভাপতি ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার, তাপস দাশগুপ্ত, বারাসতের নবনিযুক্ত পুরপ্রধান সুনীল মুখার্জি, হালিমা বিবি, দেবাশিস মিত্র, লিক্টন মল্লিক-সহ বহু পুরপিতা ও দলীয় পদাধিকারীরা। এদিন ঋতব্রত তাঁর ঝাঁজালো বক্তৃতায় বলেন, বিজেপি এসআইআর করতে চাইছে দুটি কারণে— এক, গোপনে বহু বৈধ ভোটারের নাম কেটে দেওয়া। দুই, ঘুরপথে এনআরসি করা। তাই তিনি সকল শ্রমিক, নেতা-কর্মীদের এসআইআর প্রক্রিয়ার দিকে নজর রাখার নির্দেশ দেন। তিনি আরও বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রমিক দরদি প্রকল্প-সহ সার্বিক উন্নয়নের লাগাতার প্রচারের জন্য রাজ্য জুড়ে শ্রমিক সম্মেলন করা হবে। তার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। সেই মর্মে একটি স্লোগান তৈরি করা হয়েছে— বাংলায় শ্রমিকের অঙ্গীকার ২০২৬-এ দিদির সরকার। এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, এই মুহূর্তে এসআইআর করার একটা বড় কারণ হল, বিজেপির বিরুদ্ধে মানুষের প্রশ্ন করা থেকে ঘুরিয়ে দেওয়া। মানুষ এসআইআর নিয়ে ব্যস্ত থাকবে ফলে বিজেপির দুর্নীতি, বিজেপি-ঘনিষ্ঠ শিল্পপতিদের আর্থিক সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার বিষয়ে যাতে সাধারণ মানুষ প্রশ্ন করতে না পারে। শুধু তাই নয়, এই একই কারণে সংসদের সময়সীমাও কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এদিন ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার তাঁর বক্তব্যে রাজ্যের উন্নয়ন ও মহিলাদের অগ্রগতি তুলে ধরে শ্রমিকদের উজ্জীবিত করেন। এদিনের শ্রমিক সম্মেলনে শ্রমিকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

■ মঞ্চে সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ নেতৃবৃন্দ। রবিবার।

নতুন ভোটার তালিকায় কমিশনের ভুলের পাহাড়, হেনস্থা আমজনতার

সংবাদদাতা, বসিরহাট : বিবাহিত হলেও কারও নাম আসছে কুমারী হিসেবে আবার সধবা হিসেবে, কেউ আবার রাতারাতি হয়ে গেলেন অন্য জেলার ভোটার। ২০০২ ভোটার লিস্টের বেজায় গরমিল ঘিরে চাঞ্চল্য উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার বসিরহাট পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের ১৮৯ নম্বর নেওড়া নেতাজি পাঠশালা এলাকায়। নির্বাচন কমিশনের এই বালখিল্যপনায় রীতিমতো ক্ষুব্ধ এলাকার বাসিন্দারা। বছর ৫৫-এর স্বপ্না সরকার। তিনি কুমারী, বিয়ে করেননি। দুই প্রতিবন্ধী ভাইকে নিয়ে তাঁর জীবনযাপন। ২০০২-এর ভোটার লিস্টে নাম আছে। তার আগে থেকেই তিনি ভোট দিয়ে আসছেন। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন। ২০২৫ সালের ভোটার লিস্টে তাঁর এপিক নম্বর দিয়ে নাম আছে— স্বপ্না সরকার, স্বামী আশুতোষ সরকার, নদিয়া জেলার হরিণঘাটার ৩২ নম্বর বুথের ভোটার। এই দেখে রীতিমতো তিনি বিস্মিত। এই নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। প্রশাসনকে লিখিত আবেদন করেছেন যাতে লিস্টের তথ্য ঠিক করে দেওয়া হয়।

আবার আহমেদ নেশা বিবি, স্বামী থাকতেও তিনি হয়ে গেলেন বিধবা। ২০০২-এর ভোটার লিস্টে নাম থাকা সত্ত্বেও ২০২৫-এর ভোটার লিস্টে তাঁর কোনও নাম নেই। ইতিমধ্যে দরখাস্ত করেছেন। দুশ্চিন্তায় পরিবার। শ্বশুরবাড়িতে একাধিকবার ভোট দেওয়া সত্ত্বেও ২০২৫-এ তাঁর ভোটার লিস্টে নাম নেই। তিনি হয়ে গেছেন বিধবা। একাধিক কমিশনের ভুল নিয়ে সরব হয়েছেন এই এলাকার বিভিন্ন বুথের ভোটাররা। তাঁরা চাইছেন দ্রুত কমিশন এই ভুলগুলো ঠিক করুক না হলে তাঁদের ভোটার অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে হবে বলেই আশঙ্কা। এলাকার বিএলও টু ইলিয়াস সরদার জানান, ইতিমধ্যে আমরা এই ভোটারগুলির নাম দরখাস্ত করে জানিয়েছি, এমনকী নদিয়ার হরিণঘাটায় যে ভোটারের নাম চলে গেছে সেই বিএলওদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি।

বাড়তে পারে আসন সংখ্যা

প্রতিবেদন : ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে এসএসসির একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের ফল। সেক্ষেত্রে দেখা গিয়েছিল শূন্য পদের সংখ্যা রয়েছে ১২,৫১৪টি। তবে এই আসন সংখ্যায় আরও বাড়তে চলেছে বলে জানা গিয়েছে এসএসসি সূত্রে। মোটের উপর ৭০০ থেকে ৮০০ আসন সংখ্যা বাড়াতে পারে এসএসসি। যদিও এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানা যাবে বুধবারের পর। বিকাশ ভবন নতুন করে অতিরিক্ত শূন্য পদের সংখ্যা জানালে তারপরে ইন্টারভিউ

জানাল এসএসসি

প্রক্রিয়া শুরু হবে বলে জানা গিয়েছে।। ১০০টি শূন্য পদের জন্য ১৬০ জনকে ডাকা হবে বলে জানানো হয়েছে। ছাত্র-শিক্ষক ভারসাম্য বজায় রাখাটাও প্রয়োজন। রাজ্য সরকার সেইমতো একাদশ-দ্বাদশ এবং নবম-দশমে শিক্ষকদের শূন্যপদ বাড়াতে চলেছে। লিখিত পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের সঙ্গে যুক্ত হবে শিক্ষাগত যোগ্যতার নম্বর। সেখানে ১০ নম্বর ধরা রয়েছে। চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার জানান, এটা ৬০ নম্বরের পরীক্ষার ফল প্রকাশ হল। বাকিটা নথি যাচাই করে, অভিজ্ঞতা, শিক্ষাগত যোগ্যতা যাচাই করে নিয়ে সব দিক থেকে এগিয়ে রয়েছে এমন ১৬০ জনকে ডাকা হবে। প্রতি ১০০টি শূন্যপদের জন্য ডাক পাবেন ১৬০ জন চাকরিপ্রার্থী। খুব শীঘ্রই ইন্টারভিউয়ের দিনক্ষণ জানানো হবে।

■ শিশুদের বিকাশ নিয়ে কলকাতায় আয়োজিত জাতীয়স্তরের আলোচনাচক্রে বক্তা চিকিৎসক-বিধায়ক ডাঃ রানা চট্টোপাধ্যায়।

■ রবিবার বারুইপুর মিলনমেলায় নামল জনতার ঢল।

শ্রীরামপুরে ক্যানসার হাসপাতালের উদ্বোধন ২২ ক্যানসার-জয়ীর হাতে

সংবাদদাতা, শ্রীরামপুর : এক কথায় বলতে গেলে যোদ্ধাদের দিয়েই উদ্বোধন করা হল যুদ্ধক্ষেত্রের। শ্রীরামপুর শ্রমজীবী হাসপাতালের ক্যানসার বিভাগের নব কক্ষের উদ্বোধন করলেন ক্যানসার জয়ীরাই। শনিবারের এই অনুষ্ঠানে ২২ জন ক্যানসার রোগীকে দিয়ে এই নতুন কক্ষের উদ্বোধন করা হয়। এই সমস্ত রোগীরা বিভিন্ন সময়ে শ্রমজীবী হাসপাতালে চিকিৎসা পেয়েছেন এবং বর্তমানে সুস্থ আছেন। এদিন তাঁদের সম্মাননা জানানো হয়। দেওয়া হয় মানপত্র, ফুল ও মিষ্টি। শ্রমজীবী হাসপাতালের সম্পাদক চিকিৎসক অনিল সাহা বলেন, ১৯৯৭-৯৮ সাল থেকেই আমরা ক্যানসার চিকিৎসা, অপারেশন, আর্লি ক্যানসার ডিটেকশন ক্যাম্প করে আসছি। বহু জটিল ক্যানসার রোগীর চিকিৎসা আমরা করেছি। তবে এই প্রথম একটি আলাদা কক্ষে ওয়ার্ড চালু করা হল। হাসপাতালের সহসম্পাদক শিল্পী ঘোষ বলেন, শ্রীরামপুর শ্রমজীবী হাসপাতালে ২০১২ সাল থেকেই ক্যানসার চিকিৎসা শুরু হয়, প্রথম শুরু করেন চিকিৎসক স্থবির দাশগুপ্ত। সেই ধারাবাহিকতায় আজ একটি নতুন ওয়ার্ড উদ্বোধন করা হল। ক্যানসার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক শ্যামসুন্দর অধিকারী বলেন, সামগ্রিকভাবে এই হাসপাতাল ক্যানসার চিকিৎসার সহায়ক হয়ে উঠেছে, এখানে সিটি স্ক্যান মেশিন, ব্লাড ব্যাঙ্ক ক্যানসার চিকিৎসার জন্য অনেক উপকার করবে। আশা করছি অদূর ভবিষ্যতে এখানে রেডিয়েশন থেরাপিও করা যাবে।

■ শ্রীরামপুর শ্রমজীবী হাসপাতালে ক্যানসার বিভাগে নতুন কক্ষের উদ্বোধনে ক্যানসার জয়ীরা। শনিবার।

টাকা না দিলে বাদ নাম হুমকি বিজেপি ঘনিষ্ঠের

সংবাদদাতা, কোন্নগর : টাকা না দিলেই ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দিয়ে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই ভয় দেখিয়েই এক কাঠ ব্যবসায়ী ও কর্মচারীর থেকে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠল বিজেপি ঘনিষ্ঠ ইউটিউবারের বিরুদ্ধে। তবে গ্রেফতারির ভয়ে সেই টাকা অভিযুক্ত ব্যক্তি ফেরত দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির কোন্নগরে কানাইপুর বারোজীবী এলাকায়। এসআইআর আতঙ্কে যখন দিকে দিকে আত্মহত্যা করছে মানুষ, সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের ফায়দা লুটতে চাইছে বিজেপি। হুগলির রিষড়া বারোজীবী এলাকায় কাঠের ব্যবসা করেন এক ব্যক্তি। বছর দুয়েক আগে কাজের প্রয়োজনে এক যুবককে দোকানে রাখেন ব্যবসায়ী। সেই কর্মচারী যুবককে বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে তাঁর থেকে এক ইউটিউবার ৪০ হাজার টাকা চান। কিন্তু এত টাকা দেওয়ার ক্ষমতা না থাকায় পরে ১৫ হাজার টাকা নেন বলে অভিযোগ। জানা গিয়েছে, এই অভিযুক্ত ইউটিউবার বিজেপি আইটি সেলের ঘনিষ্ঠ। এরপর কানাইপুর পুলিশ ফাঁড়িতে অভিযোগ জানাতে যান প্রতারিত। তবে পুলিশের চাপে পড়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি টাকা ফেরত দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন তিনি। তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন দোকান মালিক। তিনি বলেন, কোনও বাংলাদেশি ছেলে আমার কাছে থাকত না।

গ্রামীণ এলাকার খেলোয়াড়দের প্রতিভা তুলে ধরতে এগিয়ে এল দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন ব্লকের ১১ নং গোফানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের চেচাই আদিবাসী যুব সংঘ। রবিবার হল টুর্নামেন্ট

আমার বাংলা
10 November, 2025 • Monday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

পুলিশের সাফল্য

■ বিশেষ সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ গ্রেফতার করল এক যুবককে, যার কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রায় ১.২০৫ কিলোগ্রাম বাদামি রঙের এক রহস্যময় গুঁড়ো পদার্থ, যা প্রাথমিকভাবে ব্রাউন সুগার বলে অনুমান করা হচ্ছে। ঘটনাটি ঘটেছে মালদহ শহরের সুভাসপল্লি স্টেশন রোডে, ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্রের সামনে। ধৃত যুবকের নাম অর্থ রাজ (১৯), বাড়ি বিহারের বেগুসরাই জেলার মুফাসসিল থানার কোরিয়া এলাকায়। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদে বেরিয়ে এসেছে এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। পুলিশ ইতিমধ্যেই ধৃতের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে।

৩ অনুপ্রবেশকারী ধৃত

■ দুই মহিলা ও এক পুরুষ-সহ তিন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী গ্রেফাতর। তাদের বাড়িতে আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে আরও দুই ভারতীয়র বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে পুলিশ। রবিবার কোচবিহারের ঘটনা। পুলিশ জানিয়েছে এই ৩ বাংলাদেশির নাম জেসমিন রহমান, খালিদা আখতার, মহম্মদ হাসান আলি। অভিযুক্ত জেসমিনের বাড়ি বাংলাদেশের খুলনায় ও খালিদার বাড়ি চট্টগ্রাম এবং অপর অভিযুক্ত হাসানের বাড়ি ঢাকাতে। বিএসএফের ১৬২ ব্যাটালিয়ন দিনহাটার সাহেবগঞ্জ থানার দলবাড়ির বিওপি থেকে ৩ বাংলাদেশি ও দুই ভারতীয়কে আটক করে। অভিযুক্ত দুই ভারতীয়র নাম মহিরউদ্দিন শেখ ও নজরুল শেখ।

হাতির হানায় মৃত্যু

■ হাতির হানায় মৃত্যুর ঘটনা ইস্টার্ন ডুয়ার্সে। শনিবার সন্ধ্যায় বাজার করে বাড়ি ফেরার পথে হাতির হানায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। ব্যক্তির নাম বিনোদ টোপ্পো (৩৭)। লেফ্রাগুড়ি বনবস্তি এলাকার ওই ব্যক্তি পূর্ব শালবাড়ি নতুন বাজার থেকে সাইকেলে করে বাজার করে বাড়ি ফেরার পথে শিল বাংলা বিট সংলগ্ন এলাকায় আচমকাই বুনো হাতির সামনে পড়ে যান। হাতি দেখে সাইকেলে ফেলে পালানোর চেষ্টা করলে হাতিটি পা দিয়ে সজোরে লাথি মারে ওই ব্যক্তির বুকে। গুরুতর অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে মৃত্যু হয়।

কথা রাখলেন বিধায়ক, তৈরি হবে কালভার্ট

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ: কথা রাখলেন চোপড়ার বিধায়ক হামেদুল রহমান। প্রত্যন্ত গ্রামে তৈরি হচ্ছে কালভার্ট। এলাকাবাসীদের দাবি মেনে দ্রুত যাতে এই কাজ হয় তার উদ্যোগ নেন বিধায়ক। সেইমতোই বিধায়ক বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানান। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ এলাকা পরিদর্শনে আসেন। তারপরই এলাকাবাসীদের দাবি পূরণে পঞ্চায়েতের ভেড়ভেড়ি এলাকায় কালভার্টের নির্মাণকাজের সুচনা করলেন বিধায়ক হামিদুর রহমান। উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন ধরে এই এলাকায় স্থায়ী সেতুর দাবি জানিয়ে আসছিলেন এলাকাবাসীরা। চোপড়ার এক জনসভা থেকে এই কালভার্ট নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। সেইমতো শনিবার ভেড়ভেড়ি কালভার্ট নির্মাণকাজের শিলান্যাস করেন। বিধায়ক হামিদুল রহমান ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি ফজলু রহমান, জিয়ারুল রহমান, তনয় কুণ্ডু-সহ অন্যরা। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের বরাদ্দকৃত প্রায় ২ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হবে এই কালভার্ট। প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে রাজ্যজুড়ে চলছে উন্নয়নের কাজ। প্রত্যন্ত এলাকাতেও পৌঁছে যাচ্ছে উন্নয়নের আলো। দলের নেতা-মন্ত্রীদেরও মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে গিয়ে মানুষ কী চাইছেন দেখতে। সেই নির্দেশ মেনেই বিধায়করা নিজেদের এলাকা পরিদর্শন করে দেখছেন উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা। কথা বলছেন স্থানীয়দের সঙ্গে। এলাকাবাসীরাই বলছেন কী প্রয়োজন। তাঁদের দাবি মেনেই হচ্ছে কাজ। তৈরি হচ্ছে কালভার্ট, রাস্তা বসছে পথবাতি। জেলা হাসপাতালগুলিরও পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ চলছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে চালু হয়েছে আধুনিক পরিষেবা। এই উন্নয়নের ফলে এলাকার মানুষ ধন্যবাদ জানাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

■ কালভার্টের শিলান্যাসে বিধায়ক হামেদুল রহমানকে সংবর্ধনা।

বিজেপির গুন্ডামি

সংবাদদাতা, কোচবিহার : সুষ্ঠুভাবে চলছিল এসআইআরের এনুমারেশন ফর্ম বিলির কাজ। গুন্ডামি, ভাঙচুর করে কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে। রবিবার মাথাভাঙার ঘটনা। অভিযোগ, নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের পানিগ্রাম এলাকায় ৫ এর ৪০ নম্বর বুথে এসআইআরের এনুমারেশন ফর্ম বিলির জন্য বিএলও এলাকায় চেয়ার-টেবিল নিয়ে বসেছিলেন এবং সেখান থেকেই ফর্ম বিলি করছিলেন। বিজেপি নেতা তথা বিজেপির বিএলএ-২ বিপিন বর্মনের নেতৃত্বে কয়েকজন ভাঙচুর করে কাজে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা প্রতিবাদ করে। তৃণমূল যুব কংগ্রেসের জেলা সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় কুমার বর্মনের দাবি, সরকারি বিএলও এসআইআর-এর ফর্ম বিলি করতে যাওয়ার আগে চেয়ার-টেবিল নিয়ে বসে ফর্মের সিরিয়াল নম্বর মেলাচ্ছিলেন। তখন বিজেপির বিএলএ বিপিন বর্মন এসে অতর্কিতে হামলা চালায় ও চেয়ার-টেবিল ভাঙচুর করে এবং এসআইআর-এর ফর্ম ছুঁড়ে ফেলে দেয়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নয়ারহাট ফাঁড়ির পুলিশ। পরে পুলিশের উপস্থিতিতে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

বোল্লায় যানজট রুখতে বিশেষ ব্যবস্থা নিল প্রশাসন

প্রতিবেদন: বোল্লা কালীর পুজো উপলক্ষে হাজির হয়েছেন হাজার হাজার ভক্ত। রাস্তায় বেড়েছে গাড়ির সংখ্যা। ভক্তদের যেন কোনওরকম সমস্যা না হয় সেদিকটি মাথায় রেখে প্রশাসনের তরফে নেওয়া হয়েছে উদ্যোগ। প্রথমদিনের থেকে দ্বিতীয় দিনে ভক্তসমাগম বেশি হওয়ায় যানজট তৈরি হয়। তড়িঘড়ি ব্যবস্থা করে প্রশাসন। বাড়ানো হয় পুলিশ কিয়স্ক। বেশি পরিমাণে ট্রাফিক পুলিশ নিয়োগ করা হয়। শুধু তাই নয়, বড় গাড়ি এবং ছোট গাড়ি জন্য ভিন্ন লেন তৈরি করে নিয়ন্ত্রণ করা হয় যানজট। এরফলে যানজট নিয়ন্ত্রণে আসে। প্রসঙ্গ, পুজো উপলক্ষে পতিরাম থেকে বোল্লা পর্যন্ত রাস্তায় যেমন গাড়ির সারি, তেমনই গঙ্গারামপুর অভিমুখেও শয়ে-শয়ে টোটো, অটো ও বড় গাড়ি ছিল। জেলা ডিএসপি (ট্রাফিক) বিল্বমঙ্গল সাহা বলেন, নিজে ট্রাফিক কন্ট্রোল করছি, গোটা টিম কাজ করছে। এরপর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে।

জাল নথি চক্রের মূল পান্ডা ধৃত

সংবাদদাতা, মালদহ: সামসি ফাঁড়ির পুলিশের অভিযানে জাল নথি তৈরির মূল পান্ডা গ্রেফতার। রতুয়ার চাঁদমুণি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের আন্ধারু গ্রামে রাজা কম্পিউটার নামে দোকানের আড়ালে চলছিল এই জালিয়াতি। খবর পেয়ে পুলিশ হানা দিতেই চক্রের সদস্যরা প্রমাণ নষ্টের চেষ্টা করে দোকানের পেছনের নয়নজুলিতে ফেলে দেয় প্রচুর নথি ও সিলমোহর। পরে সেখান থেকেই উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ জাল ট্রান্সফার সার্টিফিকেট, মার্কশিট, জন্ম সার্টিফিকেট সহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সিল। এই ঘটনায় পুলিশ গ্রেফতার করেছে দু'জনকে। তাদের নাম আব্দুল খালেক ওরফে বুলেট এবং সারিফ খান ওরফে রাজা। যারা কাকা-ভাইপো বলে জানা গেছে।

অসুস্থ শিশুর প্রাণ বাঁচাতে পরিত্রাতা তৃণমূল নেতা

সংবাদদাতা, মালদহ: মাত্র চার মাস বয়সেই যকৃতে জটিল রোগ। চিকিৎসক বলেন, যকৃত প্রতিস্থাপন ছাড়া দ্বিতীয় কোনও রাস্তা নেই। চিকিৎসকের এই কথাতেই মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে পরিবারটির। মালদহ জেলার বামনগোলা ব্লকের কানাতি পাড়ার একরত্তি দেবস্মিতা পালের চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন সাহায্য, এমনই একটি ভিডিও করে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন বাবা বিপ্লব পাল। এই ভিডিও দেখামাত্রই এগিয়ে আসেন বামনগোলা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দ্বিজবর জয়ধর। পরিত্রাতা হয়ে পরিবারটির পাশে দাঁড়ান। একরত্তির জীবন বাঁচানোর দায়িত্ব নেন। দ্বিজবরবাবু জানান, জন্মের দুই মাসের মাথায় ধরা পড়ে জন্ডিস, এরপর একের পর এক পরীক্ষা শেষে চিকিৎসকেরা জানান, শিশুটির লিভার সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। এখন একমাত্র উপায় লিভার প্রতিস্থাপন যার জন্য প্রয়োজন প্রায় ত্রিশ থেকে চল্লিশ লক্ষ টাকা। পিতা বিপ্লব পাল পেশায় ক্ষুদ্র শাঁখা ব্যবসায়ী। এত বিপুল অর্থ জোগাড় করা তাঁর পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। অসহায় বাবা সামাজিক মাধ্যমে ভিডিও বার্তা দিয়ে সাহায্যের আবেদন জানান। সেই হৃদয়বিদারক আবেদন ভাইরাল হতেই দেবস্মিতার পাশে দাঁড়ান অনেকে। দ্বিজবরবাবু বিপ্লববাবুর বাড়িতে পৌঁছে যান। তিনি দেবস্মিতার চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্য তুলে দেন এবং ভবিষ্যতে আরও সহযোগিতার আশ্বাস দেন। খুদে দেবস্মিতাকে বাঁচাতে এখন প্রয়োজন মানবিক সহানুভূতি ও সহযোগিতা। কানাতি পাড়ার এই ছোট্ট শিশুটির হাসি ফেরাতে এগিয়ে আসছে গোটা এলাকা।

■ ছোট্ট দেবস্মিতার বাবার হাতে তুলে দেওয়া হয় আর্থিক সাহায্য।

দুর্ঘটনায় মৃত ২

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ: শ্রমিক নিয়ে আসার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে উল্টে গেল একটি পিকআপ ভ্যান। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ২ জনের। আহত কমপক্ষে ১৬ জন শ্রমিক। রবিবার পথ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘি থানার দোমহনা বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দারা ও পুলিশ কর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে করণদিঘি গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠায়। তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক থাকায় তাঁদের রায়গঞ্জ গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে করণদিঘি থানার পুলিশ।

৮
১০ নভেম্বর ২০২৫
সোমবার

আমার বাংলা

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

10 November, 2025 • Monday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

নারীদের ক্ষমতায়নে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী

খড়গ্রামে মহিলাকর্মীরা উজ্জীবিত চন্দ্রিমার ভাষণে

■ জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মিসভায় মহিলাদের উপচে পড়া ভিড়। ডানদিকে, মঞ্চে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, খলিলুর রহমান, কানাইচন্দ্র মণ্ডল, হালিমা খাতুন প্রমুখ।

সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের উদ্যোগে খড়গ্রাম ব্লকের মহিলা তৃণমূল কর্মীদের নিয়ে নগর কলেজে এক কর্মিসভার আয়োজন করা হয়। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন রাজ্য মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস সভানেত্রী তথা মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। তিনি জেলার নানা প্রান্ত থেকে আসা কর্মীদের উদ্দেশে বললেন, আগামী বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে মাঠে লড়াইয়ে নামতে হবে। অশান্ত ঝাড়গ্রামকে শান্ত করায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে বলেন, আগে যখন ঝাড়গ্রামে আসতাম, জেলার মাটি রক্তে ভিজে থাকত। এখন সেই জেলায় উন্নয়নের পতাকা উড়ছে। মুখ্যমন্ত্রীর সৌজন্যে বাংলার মেয়েরা সম অধিকার পেয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস সরকার গড়ার এক বছরের মধ্যে পঞ্চায়েতে মহিলাদের আসন পঞ্চাশ শতাংশ করে দিয়েছেন। তাই মেয়েদেরই তাঁর হাত শক্ত করতে আগামী নির্বাচনে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। কর্মিসভায় উপস্থিত ছিলেন জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি ও জঙ্গিপুর লোকসভার সাংসদ খলিলুর রহমান, খড়গ্রাম বিধানসভার বিধায়ক আশিস মার্জিত, নবগ্রাম বিধানসভার বিধায়ক কানাইচন্দ্র মণ্ডল, জেলা মহিলা তৃণমূল সভানেত্রী হালিমা খাতুন, জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি রাহুল শেখ, ব্লক তৃণমূলের দুই সভাপতি হুমায়ুন কবির ও শাশ্বত মুখোপাধ্যায়, ব্লক মহিলা তৃণমূল নেত্রী ক্যারিমা বেগম ও জিতু কর্মকার প্রমুখ। সভায় ব্লক ও জেলা পর্যায়ের মহিলা নেত্রীদের সংগঠনিক শক্তি বাড়ানো এবং আগামী কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করা হয়।

বিমলের পরিবারের পাশে তৃণমূল

■ এনআরসি এবং এসআইআর আতঙ্কে তামিলনাড়ুতে আত্মহত্যা করেন জামালপুরের বাসিন্দা বাংলার পরিযায়ী শ্রমিক বিমল সাঁতরা। রবিবার তাঁর পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন তৃণমূলের দলীয় প্রতিনিধিরা। ছিলেন সামিরুল ইসলাম, নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। সামিরুল বলেন, এনআরসি-এসআইআরের আড়ালে মানুষের অধিকার কেড়ে নিতে বাংলায় ভয়ের রাজনীতি করছে বিজেপি। দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই চলবে। আমরা বিমলের পরিবারের পাশে সবরকম সাহায্য নিয়ে আছি।

তৃণমূল সভাপতিকে খুনের দায়ে আড়াই বছর পরে গ্রেফতার দুই

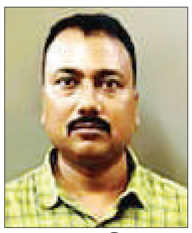

■ গ্রেফতার দীপঙ্কর ঘোষ ও জুগনু সিং।

প্রতিবেদন : ভরসন্ধ্যায় দলীয় কার্যালয়ে খুন হন আদ্রা শহর তৃণমূল সভাপতি ধনঞ্জয় চৌবে, ২২ জুন ২০২৩। দেহরক্ষী ধনঞ্জয়কে বাঁচাতে পারেননি, উল্টে নিজেও গুলিবিদ্ধ হন। খুব কাছ থেকে গুলি চালিয়েছিল আততায়ীরা। তার প্রায় আড়াই বছর পর মূল পাণ্ডা দীপঙ্কর ঘোষ ওরফে পিন্টুকে গ্রেফতার করল পুরুলিয়া জেলা পুলিশ। ধরা হয়েছে জুগনু সিং ওরফে ধর্মেন্দ্র নামে আরও একজনকে। পিন্টু আদ্রারই বেনিয়াসোলের বাসিন্দা, জুগনু মুজফফরপুর জেলার ধনওয়ারের। খুনের পরে পুরুলিয়া থেকে পালিয়ে উত্তর ২৪ পরগনার নিমতা থানা এলাকার দুর্গানগরের রবীন্দ্রপল্লিতে স্ত্রীর বাড়িতে থাকছিল পিন্টু। সেখানে সবাই চিনত 'ঘোষদা' বলে। জমি-বাড়ি কেনাবেচার কাজ করত। সেখান থেকে তাকে ধরা হয়। জানিয়েছেন পুরুলিয়ার এসপি অভিজিৎ বন্দোপাধ্যায়। ধনঞ্জয় ছিলেন আদ্রা রেলশহরের প্রভাবশালী নেতা। তাঁকে হত্যায় জেলা জুড়ে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়।

খুনের পরই পিন্টুর নাম উঠে আসে। পুলিশ নাগাল পাচ্ছিল না। এসপি জানান, পিন্টুর নাম পুলিশ রেকর্ডে ছিল না, ছবিও নয়। আসলে যাবতীয় নথি রয়েছে দীপঙ্কর ঘোষের নামে। এই দুই নামের চক্করে এতদিন পুলিশকে বিভ্রান্ত করেছে সে। জুগনুকেও এই ঘটনায় খোঁজা হচ্ছিল। দু'জনের বিরুদ্ধেই একাধিক খুনের মামলা রয়েছে। দ্বারভাঙা, পাটনা, বোকারো, ধানবাদে অপরাধচক্র চালাত পিন্টু। আদ্রায় সংবাদপত্র বিক্রি করতে করতেই পিন্টু ঢুকে পড়ে রেলের ঠিকাদারি সিন্ডিকেটে। তারপর সিন্ডিকেটের মাথা হয়ে ওঠে।

ছুটির দিনেও দুয়ারে বিডিও

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : ছুটির দিনেও ছুটি নেই! এসআইআর নিয়ে মানুষকে সচেতন করতে দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়ালেন বিডিও। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরা ব্লকের ৩ নং সত্যপুর অঞ্চলের বেশ কয়েকটি বুথে ডেবরা ব্লকের বিডিও প্রিয়ব্রত রাড়ি বাড়ি বাড়ি যান। এসআইআর সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কীভাবে ফর্ম পূরণ করতে হবে এই দিন ভোটারদের তা জানান। কোথাও কিছু সমস্যা হলে হেল্পলাইন নম্বর বা বিএলও-দের জানাতে বলেন। প্রয়োজনে বিডিওর কাছেও সমস্যাগুলি জানাতে পারেন বলে জানান তিনি।

বহরমপুর ও সাঁইথিয়ায় এসআইআর-আতঙ্কে মৃত দু'জনের পরিবারের পাশে তৃণমূল

তারকের বাড়ি মন্ত্রী চন্দ্রিমা

সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : রাজ্যজুড়ে ছড়িয়ে পড়া তথাকথিত 'সার'-আতঙ্কে মৃত বহরমপুরের বাসিন্দা তারক সাহার পরিবারের পাশে দাঁড়াতে রবিবার দুপুরে তাঁর বাড়ি পৌঁছলেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। মৃতের বাড়ি বহরমপুর পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডে গিয়ে তিনি পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন। তাঁদের সান্ত্বনা ও আশ্বাস দেন, রাজ্য সরকার এই দুঃসময়ে তাঁদের পাশে আছে এবং প্রয়োজনীয় সবরকম সাহায্য করবে। মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বহরমপুরের পুরপ্রধান নাড়ুগোপাল মুখোপাধ্যায়, বহরমপুর মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি তথা কান্দির বিধায়ক অপূর্ব সরকার এবং দলের জেলা ও স্থানীয় নেতা-কর্মীরা। মন্ত্রী বলেন, এই ঘটনা অত্যন্ত মর্মান্তিক। একজন সাধারণ মানুষ শুধু আতঙ্কে নিজের জীবন হারালেন এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। আমরা মৃতের পরিবারের পাশে আছি। সরকার তাঁদের সবরকম সাহায্য করবে। পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে অনুরোধ করছি, এসআইআর-আতঙ্কে যেন কেউ অযথা ভীত না হন। সরকার ইতিমধ্যেই বিষয়টি খতিয়ে দেখছে, প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ক'দিন ধরে এলাকায় এসআইআর-আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। গুজব ও ভয় ছড়ানোয় বহু মানুষ মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছেন। সেই আতঙ্কের জেরেই তারক সাহা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। এদিন প্রশাসনকে মন্ত্রী নির্দেশ দেন, ভুয়ো খবর ও গুজব ছড়ানো আটকাতে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া এবং মানুষকে সচেতন করতে হবে। স্থানীয় প্রশাসন ও তৃণমূল নেতৃত্ব ইতিমধ্যেই এলাকায় এর জন্য প্রচার শুরু করেছে, যাতে মানুষের মধ্যে আতঙ্ক না ছড়ায়, তাঁরা শান্ত থাকেন। মন্ত্রীর এই সফরে মৃতের পরিবার কিছুটা সাহস ও ভরসা পেয়েছে বলে জানান স্থানীয়রা। তাঁদের কথায়, মন্ত্রী নিজে এসে আমাদের সঙ্গে কথা বলেছেন, এটা আমাদের জন্য অনেক বড়। আমরাও চাই, এভাবে যেন আর কেউ আতঙ্কে জীবন না হারান।

■ মৃত তারক সাহার স্ত্রীর সঙ্গে মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।

বিমানের বাড়ি মন্ত্রী স্নেহাশিস

সংবাদদাতা, সিউড়ি : কয়েকদিন আগেই সাঁইথিয়া পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের বিমান প্রামাণিক এসআইআর-আতঙ্কে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান বলে দাবি করেন তাঁর ভাই বিধান প্রামাণিক। রাজ্যের নির্দেশে রবিবার প্রয়াত বিমানবাবুর বাড়ি পৌঁছন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। তিনি বিমানবাবুর মায়ের সঙ্গে কথা বলে সমবেদনা জানান। সবরকম সাহায্যের আশ্বাসও দেন মন্ত্রী। সেখান থেকে বেরিয়ে তিনি বলেন, এই মৃত্যুর দায় কেন্দ্রীয় সরকারের। ওরা নোটবন্দি করেও মানুষ মেরেছিল। কয়েক মাস পরেই বাংলায় বিধানসভা ভোট। এই অল্প সময়ে এসআইআর করা বাস্তবসম্মত নয়, এতে লক্ষ লক্ষ প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ যেতে পারে। নির্বাচন কমিশন ও কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য ভোটার তালিকা সংশোধন ও পরিমার্জনের এই প্রক্রিয়া অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা এবং বিজেপি যেভাবে হুমকি দিচ্ছে ১ কোটি মানুষের নাম বাদ যাবে বলে তাতে মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন। আতঙ্কিত হয়ে ১৭ জন নাগরিকের মৃত্যুও হয়েছে। ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় বিমানবাবুর নামের পদবি ভুল ছিল। এসআইআর ঘোষণার পর তাঁকে আতঙ্ক গ্রাস করেছিল। এই মানুষগুলোর মৃত্যুর দায় কেন্দ্রকেই নিতে হবে। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার বারবার অসহায় মানুষগুলোকে অস্তিত্বের সঙ্কটের মুখোমুখি হতে বাধ্য করছে। যেভাবে এসআইআর-প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে চাইছে নির্বাচন কমিশন, সেটা অগণতান্ত্রিক। এই পদ্ধতির বারবার বিরোধিতা করে মানুষকে সঙ্গে নিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলছি। একজন প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ গেলেও আমাদের আন্দোলন দিল্লি পর্যন্ত গড়াবে। মানুষের কাছে আবেদন, কোনওভাবেই আতঙ্কিত হবেন না। ভয় পাবেন না। বিজেপি নেতারা যতই হুঙ্কার দিক, আপনাদের পাশে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দেওয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। রাজ্যের আশি হাজার বুথে তৃণমূলের তরফে বিএলএ ২ দিয়ে সাধারণ মানুষের সমস্যা সমাধানে চেষ্টা করা হচ্ছে। দেশটা বিজেপির পৈতৃক সম্পত্তি নয়। সকলের নাম ভোটার তালিকায় থাকুক এটাই চায় তৃণমূল।

■ বিমান প্রামাণিকের মায়ের সঙ্গে স্নেহাশিস চক্রবর্তী।

ছেলের মৃত্যুর খবরে মরণঝাঁপ দিলেন মা

সংবাদদাতা, কোলাঘাট : হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ছেলের। শনিবার রাতে ছেলের মৃতদেহ বাড়ি আসতেই শোকে বিহ্বল হয়ে সকলের অজান্তে বাড়ির ছাদে উঠে সেখান থেকে ঝাঁপ দিলেন মা। শনিবার রাতের এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাট থানার রাইন গ্রামে। একই সঙ্গে মা ও ছেলের মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছে গোটা পরিবার। জানা গিয়েছে, মৃত ছেলের নাম শুভাদ্রী বৈদ্য (১৮)। বাড়ির একমাত্র সন্তান শুভাদ্রী বিকম পড়ছিলেন। শনিবার দুপুরে আচমকা মাথা ঘুরে পড়ে যান। এরপর তাঁকে কোলাঘাট ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। শুভাদ্রীর মা মানসী বৈদ্যকে ছেলের মৃত্যুর খবর প্রথমে জানানো হয়নি। শনিবার রাতে ছেলের মৃতদেহ বাড়িতে এসে পৌঁছতেই সব জেনে ভেঙে পড়েন মানসী দেবী। সকলের নজর এড়িয়ে বাড়ির তিনতলার ছাদে গিয়ে সেখান থেকে মরণঝাঁপ দেন তিনি। উদ্ধার করে মেচেদার একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। রবিবার ময়নাতদন্ত হয়। শোকে ভেঙে পড়ে ওই পরিবার। ঘটনার আকস্মিকতায় প্রতিবেশীরাও বিহ্বল হয়ে পড়েন।

ভোটার তালিকায় ২৯১ জনকে চক্রান্ত করে বাদ দিয়েছে : মন্ত্রী

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : এসআইআর ঘিরে তোলপাড় রাজ্য-রাজনীতি। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে আত্মহত্যা, আত্মহত্যার চেষ্টার গুরুতর অভিযোগ উঠছে। রাজ্যজুড়ে প্রতিবাদে নেমেছে তৃণমূল। দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভা এলাকাতেও নাম নেই ২৯১ জনের। নতুন করে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভার ভারতী এলাকায়। ২০০২ সালের ২১২ নম্বর বুথের তালিকায় নাম নেই ওই এলাকার ৪১ জন ভোটারের। আতঙ্কে তাঁরা। দুর্গাপুরের মহকুমা শাসক এবং জেলাশাসকের কাছেও তাঁরা অভিযোগ জানিয়েছেন। এই অভিযোগ পেয়ে রবিবার দুপুর ১২টায় ওই এলাকায় পৌঁছন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। সঙ্গে ছিলেন তৃণমূলের দুর্গাপুর ১ ব্লকের সভাপতি রাজীব ঘোষ-সহ এলাকার তৃণমূল নেতৃত্ব। নির্বাচন কমিশনের পোর্টালে নাম না থাকা ভোটারদের সঙ্গে কথা বলেন মন্ত্রী।

■ অভিযোগ জানাচ্ছেন প্রদীপ মজুমদার।

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানে নির্মিত হবে জলঘেরি বাঁধ, পরিদর্শনে প্রশাসন

সংবাদদাতা, দাসপুর : ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানে ঘাটাল পুর এলাকা থেকে হরিশপুর খেয়াঘাট পর্যন্ত শিলাবতী নদীর পূর্ব পাড়ে প্রায় ৭ কিলোমিটার কংক্রিটের জলঘেরি বাঁধ তৈরি হবে। বন্যার সময় এই বাঁধের ফলে উপকৃত হবেন ঘাটালের ৮১ মৌজা ও দাসপুর ১ ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার হাজার হাজার মানুষ। সেই বাঁধ নির্মাণের জন্য রবিবার হরিসিংহপুর, প্রতাপপুর-সহ হরিশপুর খেয়াঘাট পর্যন্ত বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখলেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা ও ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকেরা। ছিলেন সেচ দফতরের আধিকারিক উত্তম হাজরা, জেলা পরিষদ সদস্য শংকর দোলই, ঘাটাল মহকুমা সেচ দফতরের আধিকারিক উজ্জ্বল মাখাল, ঘাটাল পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি বিকাশ কর-সহ জেলা প্রশাসনের আধিকারিকেরা।

■ বাঁধের এলাকা পরিদর্শনে প্রশাসন।

অন্যত্র সরছে সোনাঝুরির হাট

প্রতিবেদন : শান্তিনিকেতনের অন্যতম আকর্ষণ খোয়াই নদীর তীরে বন দফতরের জমিতে বসা সোনাঝুরির হাট। সম্প্রতি দূষণের অভিযোগে এই হাট নিয়ে জাতীয় পরিবেশ আদালতে মামলা দায়ের হয়েছে। এবার সোনাঝুরি হাট অন্যত্র সরানোর জন্য বিকল্প জায়গার চিন্তাভাবনা করা হয়েছে বলে জানান মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা। শুক্রবার বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত সিনার্জি ও বাণিজ্য সম্মেলনে যোগ দিয়ে মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা জানান, পরিবেশগত কিছু সমস্যার কারণে বিশ্ব ক্ষুদ্র বাজার প্রাঙ্গণে সোনাঝুরি হাটকে স্থানান্তরিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নতুন জায়গায় বীরভূমের শিল্পীরা তাঁদের নির্মিত সামগ্রী বিক্রির জন্য স্থায়ী জায়গা পাবেন। এছাড়া পর্যটকদের জন্য একটি ফুড কোর্টও হবে সেখানে। এই সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে প্রাথমিক কাজও আমরা করে ফেলেছি। প্রসঙ্গত, সোনাঝুরি হাটের পিছনে কয়েক বছরে একের পর এক রিসর্ট, হোটেল তৈরি হওয়ায় পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে বলে বিভিন্ন মহলে আপত্তি ওঠে।

আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি বাংলার গবেষককে

প্রতিবেদন : চিকিৎসা-বিজ্ঞানে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়ে বিশ্বমঞ্চে বাংলার নাম উজ্জ্বল করলেন বাঁকুড়ার চিকিৎসক-বিজ্ঞানী ডাঃ উদয়চন্দ্র ঘোষাল। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে অসামান্য গবেষণা ও অবদানের জন্য স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে চলতি বছরের বিশ্বব্যাপী সেরা বিজ্ঞানীদের মর্যাদাপূর্ণ তালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন উদয়বাবু। গ্যাস ও পরিপাকতন্ত্রের জটিল রোগের চিকিৎসায় নতুন পথ উন্মোচন করে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে বিরাট অবদান রেখেছেন তিনি। বাঁকুড়ার প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে উঠে এসে নিজের দক্ষতা ও উদ্ভাবনী চিন্তাধারার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করেছেন তিনি। তাঁর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের মধ্যে রয়েছে ব্রিদ টেস্ট, মানুষের নিশ্বাসে হাইড্রোজেন ও মিথেন গ্যাসের পরিমাণ নির্ধারণ করে এই পরীক্ষা। বর্তমানে শহর কলকাতার এক হাসপাতালের চিকিৎসা-পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ডাঃ উদয়চন্দ্র ঘোষাল।

আমার বাংলা
10 November, 2025 • Monday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

এসআইআর : বৈধ ভোটারের নাম বাদ গেলে রুখে দাঁড়ানোর হুঁশিয়ারি অনুব্রতর

■ মঞ্চে অনুব্রত মণ্ডল, বিধায়ক অভিজিৎ সিংহ প্রমুখ। বাঁদিকে, লাভপুরের জনসভায় উপচে পড়া ভিড়।

প্রতিবেদন : এসআইআর-প্রক্রিয়ায় একজনও বৈধ ভোটারের নাম বাদ গেলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছে তৃণমূল। তার সঙ্গে সহমত পোষণ করে প্রকৃত ভোটারদের অভয়বাণী দিয়ে বললেন অনুব্রত মণ্ডল, আমরা রুখে দাঁড়াব। ভয় পাব না। রবিবার লাভপুরের দাঁড়কা অঞ্চলে তৃণমূলের জনসভার মঞ্চ থেকে। সভায় উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক অভিজিৎ সিনহা, সাংসদ অসিত মাল, ব্লক তৃণমূল সভাপতি তরুণ চক্রবর্তী, জেলা তৃণমূল সহ-সভাপতি আব্দুল মান্নান, শোভন চৌধুরি-সহ জেলা নেতৃত্ব। মঞ্চ থেকে এসআইআর প্রসঙ্গে সরব হয়ে বীরভূম জেলা তৃণমূলের কোর কমিটির কনভেনর অনুব্রত পরোক্ষে বিজেপিকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, এসআইআরের ফর্ম পূরণ করার তোমাদের হিম্মত আছে? অত সোজা নয়। আমাকে তাড়িয়ে দেবে? জেল খাটাবে? আমার এই মাটিতে জন্ম। এই মাটিতে মা-বোনের জন্ম। ছেড়ে দেব না, রুখে দাঁড়াব। ভয় পাব না, রুখে দাঁড়াব।

এর আগেও একাধিকবার এসআইআর ইস্যুতে মুখ খুলে অনুব্রত বলেছিলেন, চালু হোক না। কোনও সমস্যা নেই। এসআইআর ইস্যুতে বিজেপিকে তোপ দেগে কার্যত হুঁশিয়ারির সুরে বলেছিলেন, কারও ক্ষমতা নেই ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেয়। উড়ে এসে জুড়ে বসেননি। বাংলাদেশ থেকে আসেননি। নাম বাদ দেওয়ার ক্ষমতা নেই বিজেপি সরকারের। প্রকাশ্য জনসভায় অনুব্রতের এই মন্তব্যে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের উচ্ছ্বাসেই প্রমাণিত, এসআইআর নিয়ে তাঁরা কতটা চিন্তিত।

■ নবাগতদের হাতে পতাকা তুলে দিচ্ছেন বিধায়ক সুশান্ত মাহাত।

বাম ও কংগ্রেস ভেঙে তৃণমূলে ৬০ পরিবার

ঝালদা

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : ঝালদা থানা এলাকার মাঠারি খামার অঞ্চলে ধস নামল বাম ও কংগ্রেস শিবিরে। রবিবার এই অঞ্চলের উহাতু বুথে আয়োজিত তৃণমূল কংগ্রেসের এক সভায় উপস্থিত হয়ে তৃণমূলে যোগ দিলেন এলাকার ৬০টি বাম ও কংগ্রেস পরিবার। বিধায়ক সুশান্ত মাহাত তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন। বিধায়ক বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস বিভাজনের রাজনীতি করে না। মাঠারি খামার এলাকাতেও দিদির প্রতিটি উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে। দিদির কাজে ও আদর্শে অভিভূত হয়েই গ্রামসুদ্ধ প্রায় সকলেই আজ আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন।

ভোটরক্ষা শিবিরে পিংলার বিধায়ক

■ খড়্গপুর ২ ব্লকের ১ নং চাঙ্গুয়াল গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বাংলার ভোটরক্ষা শিবিরে ভোটারদের কথা শুনছেন ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি তথা পিংলার বিধায়ক অজিত মাইতি।

এসআইআর-হয়রানি, পথে যুব তৃণমূল

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : রাজ্যজুড়ে এসআইআর কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকেই তীব্র রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে। বিরোধী দলগুলি শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সরব হলেও রবিবার সেই এসআইআরের বিরোধিতায় রাস্তায় নামল তৃণমূল যুব কংগ্রেস। শনিবার ঝাড়গ্রাম জেলার জামবনি ব্লকের চিচড়ায় তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে এক বিশাল ধিক্কার মিছিল অনুষ্ঠিত হল। মিছিল শেষে পথসভার আয়োজন করা হয়। সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন বিনপুর বিধানসভার বিধায়ক দেবনাথ হাঁসদা-সহ তৃণমূল ও তৃণমূল যুব নেতৃত্ব। পথসভা থেকে বিধায়ক দেবনাথ হাঁসদা কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়ে বলেন, বাংলার অধিকার রক্ষার জন্য এই কর্মসূচি আমাদের। কেন্দ্রীয় সরকারের মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেস লড়ছে। পাশাপশি এসআইআরের নামে সাধারণ মানুষের হয়রানির প্রতিবাদে সকলে আমরা পথে নেমেছি। চিচড়ার এই কর্মসূচি ঘিরে এলাকায় তৃণমূল যুব কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে বিপুল উচ্ছ্বাস দেখা যায়। বিশাল জনসমাগমে সরগরম হয়ে ওঠে পুরো এলাকা।

■ জামবনির চিচড়ায় যুব তৃণমূলের ধিক্কার মিছিলে শামিল দলীয় কর্মীরা।

ফাঁকা বাড়িতে ৩ চুরির তদন্ত

সংবাদদাতা, তমলুক : চলতি মাসে পূর্ব মেদিনীপুরে হলদিয়া, সুতাহাটা এবং তমলুক থানা এলাকায় ফাঁকা বাড়িতে তিনটি চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে জেলা পুলিশ। জানা গিয়েছে, গত বুধবার গভীররাতে একটি বাতাসার দোকানে চুরির ঘটনা ঘটে হলদিয়ার পীতাম্বরচক এলাকায়। বুধবার রাতে দোকান বন্ধ করে বাড়ি যান মালিক প্রণব মণ্ডল। পরদিন সকালে দোকান খুলতে এসে দেখেন ওপরের ছাদ খোলা। ভেতরে ক্যাশ বাক্স থেকে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা উধাও। অন্যদিকে তমলুক থানার পোলান্দা গ্রামে সুভাষ মণ্ডলের বাড়িতে চুরি হয়। গত ১ তারিখ পাশের গ্রামে তাঁরা আত্মীয়বাড়ি যান। পরদিন গত রবিবার প্রতিবেশী মারফত খবর পান বাড়ির পিছনের দরজা ভাঙা। বাড়ি ফিরে দেখেন, চুরি হয়ে গিয়েছে নগদ ১৫ হাজার টাকা-সহ দু'ভরি সোনার গয়না। অন্যদিকে সুতাহাটার কৃষ্ণনগরে গত সোমবার বাড়ির মালিক শেখ মোফাজেম হোসেন এবং তাঁর পরিবার বেড়াতে গিয়েছিলেন। দুপুরে বাড়ি ফাঁকা পেয়ে আলমারি ভেঙে গহনা-সহ বিভিন্ন জিনিস চুরি করে পালায় দুষ্কৃতীরা। পৃথক তিন চুরির ঘটনায় অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মোবাইল টাওয়ার বসানোর নামে প্রতারণা

সংবাদদাতা, কাঁথি : মোবাইল টাওয়ার বসানোর নামে প্রতারকদের খপ্পরে পড়ে ৪ লক্ষ ৩২ হাজার ৭৮ টাকা খুইয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন কাঁথি পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা নন্দন গিরি। লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করেছে জেলা পুলিশের সাইবার ক্রাইম বিভাগ। জানা গিয়েছে, গত অগাস্ট থেকে অক্টোবর পর্যন্ত দফায় দফায় নন্দনবাবুর কাছ থেকে প্রতারকরা টাওয়ার বসানোর নাম করে বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে ৪ লক্ষ টাকা হাতায়। জানা গিয়েছে, ঘটনার সূত্রপাত গত অগাস্টের ২৬ তারিখ। আচমকা নন্দনবাবুর মোবাইলে অপরিচিত নম্বর থেকে ফোন করে মোবাইল টাওয়ার বসানোর টোপ দেয় প্রতারক। প্রথমে তাঁকে হোয়াটসঅ্যাপে একটি কাগজ পাঠিয়ে সাড়ে তিন হাজার টাকা পাঠাতে বলা হয়। সেই টাকা পাঠাতেই মিনিস্ট্রি অফ কমিউনিকেশন অ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি ডিপার্টমেন্টের নো অবজেকশন সার্টিফিকেটের জন্য ১০ হাজার ৬০০ টাকা চাওয়া হয়। সেটাও পাঠিয়ে দেন তিনি। এরপর অপর একটি হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে প্রজেক্ট ম্যানেজারের কাছে জমির রেকর্ড পাঠাতে বলা হয়। সেই রেকর্ড পাঠিয়ে দেওয়ার পর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ম্যানেজার পরিচয় দিয়ে অন্য একজন যোগাযোগ করে। সেই নম্বর থেকেও একইভাবে প্রতারণা করা হয়। অক্টোবরের ৩০ তারিখ নবান্নের ছাড়পত্রের নামে ৮২ হাজার টাকা পাঠানো হয়। এরপর থেকে ওই ফোনগুলিতে যোগাযোগ করেও সাড়া না পেয়ে সন্দেহ হয় নন্দনবাবুর। এদিকে এত টাকা দিতে বিভিন্ন জায়গা থেকে ধার করে ফেলেন তিনি। কীভাবে সেই টাকা ফেরত দেবেন বুঝে উঠতে না পেরে পুলিশের দ্বারস্থ হন। পুলিশ জানিয়েছে, তদন্ত চলছে।

জমিবিবাদের জেরে এগরায় প্রতিবেশীর বাড়িতে আগুন

সংবাদদাতা, এগরা : জমি নিয়ে বিবাদের জেরে বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিল প্রতিপক্ষ। রবিবার সকালের এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এগরা থানার বাথুয়াড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিদুরপুরে। জানা গিয়েছে, ওই এলাকার ৩৬ ডেসিমেল একটি জায়গাকে ঘিরে ঘটনার সূত্রপাত। জায়গাটি প্রথমে শেখ মোজাফফর নামে একজন কিনে নেন। পাশেই বেশ কিছুটা জায়গা কেনেন অমূল্য খাটুয়া। মোজাফফরের অভিযোগ, অমূল্য খাটুয়া তাঁর কেনা বেশ কিছুটা জমি অবৈধভাবে দখল করে রেখেছেন। এই নিয়ে বেশ কয়েকবার গ্রাম্য সালিশি সভাও বসে। দিন পাঁচেক আগে গ্রামের সকলের উপস্থিতিতে জমি মাপজোক করে দু'জনের জমি চিহ্নিত করে দেওয়া হয়। রবিবার সকালে নিজের জায়গায় অস্থায়ী বাড়ি করতে যান মোজাফফর। তখন অমূল্য খাটুয়া ও তার দলবল বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয় বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে এগরা থানার পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। এগরা থানার আইসি অরুণকুমার খান বলেন, জমি সংক্রান্ত বিবাদে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এখনও পর্যন্ত লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি। তবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

শিলচরের নিটের ৩ পড়ুয়া অসমের ডিমা হাসাও জেলায় একটি জলপ্রপাতে ঘুরতে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে। একজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেলেও বাকি দুই পড়ুয়া এখনও নিখোঁজ। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির ৭ পড়ুয়া বুলসোল ফলসের কাছে পিকনিক করতে গিয়েছিলেন

সংশোধনাগারেই যখন হয়ে ওঠে অপরাধীদের স্বর্গরাজ্য

বিলাসবহুল কারাবাস ১৮ খুনের আসামির

বেঙ্গালুরু: ভয়ঙ্কর অপরাধী বলতে যা বোঝায়, ঠিক তাই। শুধুমাত্র ১৯৯৬ থেকে ২০২২ সালের মধ্যেই ২০ জন মহিলাকে ধর্ষণ এবং ১৮ জনকে খুন করেছে সে। আদালত মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল তাকে। পরে শীর্ষ আদালত সেই রায় পরিবর্তন করে ৩০ বছর কারাদণ্ড দেয়। সেই কুখ্যাত ধর্ষক-খুনি উমেশ রেড্ডিই এখন বেঙ্গালুরু জেলের মধ্যে উপভোগ করছে 'ফাইভস্টারের বিলাসিতা'। যদিও সে নিজেকে মানসিক অসুস্থ বলে দাবি করেছিল, কিন্তু পরে স্বাস্থ্যপরীক্ষায় দেখা যায়, সে সম্পূর্ণ সুস্থ। জেলে বসে সে ব্যবহার করছে দু'টি অ্যানড্রয়েড ফোন, একটি কিপ্যাড মোবাইল এবং একটি টেলিভিশনও। এখানেই শেষ নয়, রানিয়া রাও গোল্ড স্মাগলিং কেসে অভিযুক্ত তরুণ রাজুও জেলের মধ্যে বসে বহাল তবিয়তে ব্যবহার করছে মোবাইল, টেলিভিশন। সোনার এই চোরাচালানেই যুক্ত ছিল প্রাক্তন আইপিএস অফিসারের মেয়ে রনিয়া রাও। জেনিভায় পালাতে গিয়ে ধরা পড়েছিল রাজু। জেলবন্দিদের বিলাসিতার এমন বেশ কিছু ছবি ধরা পড়েছে ভিডিওতে। কোনও বন্দির মধ্যেই বিন্দুমাত্র অনুতাপ নেই। সেগুলি ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিতর্কের ঝড় উঠেছে কর্নাটক জুড়ে। প্রশ্ন উঠেছে, দুর্নীতি কোন পর্যায়ে পৌঁছলে জেলবন্দি দাগিদের এমন সুযোগ দেওয়া সম্ভব? জেলে নিরাপত্তা বলে কি তাহলে কিছুই নেই?

নড়েচড়ে বসেছেন কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া। সাফ জানিয়েছেন, কারাবিভাগের কে বা কারা এরসঙ্গে যুক্ত, তা খুঁজে বের করা হবে। দোষী প্রমাণিত হলে নেওয়া হবে কঠোর ব্যবস্থা।

৩৪০০ কোটি হাতিয়ে লখনউ জেল থেকেই বিচারপতিকে খুনের হুমকি

লখনউ: ভয়ঙ্কর অরাজকতা যোগীরাজ্যে। অনলাইনে প্রায় ৭ লক্ষ মানুষকে প্রতারণা করে ৩৪০০ কোটি টাকা পকেটস্থ করা সাজাপ্রাপ্ত বন্দি জেলের ভিতরে বসেই প্রাণনাশের হুমকি দিল এলাহাবাদ হাইকোর্টের এক বিচারপতিকে। বলল, আপনি খুন হবেন। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয়, সেই হুমকি দেওয়ার জন্য সে ব্যবহার করল এক কনস্টেবলের মোবাইল। ভুয়ো নামে ওই মোবাইল থেকেই মেল পাঠিয়ে বিচারপতিকে হুমকি দিয়ে দোষ চাপাল অন্য এক বন্দির উপর। গুণধর প্রতারকের নাম অনুভব মিত্তল। লখনউ জেলের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে হুলস্থুল পড়ে গিয়েছে যোগীরাজ্যে। তদন্তে নেমে পুলিশ বুঝতে পারে আসল ব্যাপারটা। তারপরেই এফআইআর করে

অভিযুক্ত প্রতারক অনুভব এবং কনস্টেবল অজয় কুমারের বিরুদ্ধে।

একাধিক সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, পুলিশি জেরায় ওই কনস্টেবল অজয় কুমার আদালতে দাবি করেছেন, গত ৪ নভেম্বর তাঁর থেকে অনুভব মোবাইল চেয়েছিল নিজের মামলার অবস্থান দেখার জন্য। ওই মোবাইলে সে নিজের ভুয়ো ইমেল আইডি তৈরি করে। সেই আইডি থেকেই বিচারপতিকে হুমকি মেল পাঠানোর জন্য শিডিউল তৈরি করেছিল। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, পুরো ঘটনার দায় সে সুকৌশলে চাপিয়ে দেয় সহবন্দি আনন্দেশ্বর অগ্নিহোত্রীর উপরে। শেষপর্যন্ত অবশ্য তদন্তে স্পষ্ট হয়ে যায় পুরো বিষয়টা। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, সংশোধনাগারে বসে এমন ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটাল কীভাবে সাজাপ্রাপ্ত প্রতারক? তবে ওই কনস্টেবলের বয়ানের সত্যতা কতটা, তাও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

আচমকাই কেঁপে উঠল আন্দামান ও নিকোবর

পোর্টব্লেয়ার: আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ জুড়ে ফের ভূমিকম্প। রবিবার দুপুর ১২.০৬ নাগাদ জোরালো ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজির তরফে জানানো হয়েছে, ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ভূপৃষ্ঠের ৯০ কিলোমিটার গভীরে। ভূমিকম্পের মাত্রা রিখটার স্কেলে ৫.৪। জার্মান রিসার্চ ফর জিওসায়েন্সেস যদিও জানিয়েছে, রিখটার স্কেলে এই ভূমিকম্পের মাত্রা ৬.০৭। ইউনাইটেড স্টেটস জিওলজিক্যাল সার্ভে জানিয়েছে ভূমিকম্পের তীব্রতা ৫.৫। এই ভূমিকম্পে কোনও বড় ক্ষয়ক্ষতি বা প্রাণনাশের খবর এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। ভূমিকম্পের পর সুনামির আশঙ্কা নেই।

চিকিৎসকের লকারে একে-৪৭ রাইফেল

শ্রীনগর: সরকারি হাসপাতাল যেখানে ২৪ ঘণ্টা নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন থাকেন সেই হাসপাতালেরই এক প্রাক্তন চিকিৎসকের লকারে পাওয়া গেল স্টেথোস্কোপ, প্রেসক্রিপশন এবং একটি একে-৪৭ রাইফেল। জম্মু-কাশ্মীরের অনন্তনাগ মেডিক্যাল কলেজের এই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে গোটা এলাকায়। অভিযুক্ত চিকিৎসক আদিল আহমেদকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

বিহারের স্ট্রংরুমে কারচুপির অভিযোগ
দ্বিতীয় দফায় বিজেপির ঘুম কাড়ছে সীমাঞ্চল

পাটনা: বিহারের স্ট্রংরুমে সন্দেহজনক কার্যকলাপের অভিযোগ জানিয়ে নির্বাচন কমিশনে চিঠি দিল আরজেডি। তাদের অভিযোগ, হাজিপুরের একটি স্ট্রংরুম প্রাঙ্গণে গভীর রাতে একটি পিকআপ ভ্যানকে ঢুকতে এবং বেরোতে দেখা গেছে। একাধিক সিসিটিভি ক্যামেরা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এভাবেই ভোটচুরি করছে বিজেপি।

বিহারে দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে যে আসনগুলিতে ভোট হচ্ছে সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সীমাঞ্চল। দ্বিতীয় দফায় ১২২ আসনের কুড়ি জেলায় ভোট হবে। এরমধ্যে চারটি জেলায় ২৪টি আসন সীমাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এরমধ্যে পূর্ণিয়া, আরারিয়া, কিষানগঞ্জ, কাটিয়ার মতো আসনে মূলত 'ব্যাটেলগ্রাউন্ড'। এই সীমাঞ্চলের ভোট নিয়ে প্রবল চাপে এনডিএ এমনই মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশের। এর মূলত দুটি কারণ এই অঞ্চলের বড় অংশের সংখ্যালঘু ভোট এবং বিশেষ নিবিড় সংশোধনীতে ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া বড় সংখ্যায় ভোটারদের নাম জেডিইউ-বিজেপির জন্য প্রবল উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। এবার এসআইআরের জেরে সীমাঞ্চলের মুসলিম সমাজ একত্রিত। তারা একচেটিয়া মহাগঠবন্ধনকে ভোট দিলে অনেক অঙ্ক বদলে যেতে পারে এবারের মগধভূমে। এছাড়াও দ্বিতীয় দফায় সীমাঞ্চলের পাশাপাশি গয়া, ঔরঙ্গাবাদ, নওয়াদা, জেহানাবাদ এই ক'টি আসনে শক্তিশালী আরজেডি।

এই সীমাঞ্চলে ২০২০ বিধানসভা নির্বাচনে সীমাঞ্চলে অল্পসংখ্যক আসনে জেতে বিজেপি এবং নীতীশ কুমারের পক্ষে আসে বিজেপির অর্ধেক আসন। বিজেপির সঙ্গে পার্থক্য ছিল মাত্র একটি আসনের। এবারে কিন্তু ছবিটা এনডিএ বিরোধীদের পক্ষেই। কারণ, শেষ বিধানসভা নির্বাচনের নিরিখে ধরলে দ্বিতীয় দফার মোট ১২২ আসনের মধ্যে বিজেপি এবং আরজেডির জেতা আসন সংখ্যার পার্থক্য ছিল মাত্র ন'টি। আসলে যে ২১ জেলায় ভোট হচ্ছে, এর মধ্যে বেশ কিছু জেলা মহাজোটের শক্ত ঘাঁটি হিসাবে পরিচিত। দ্বিতীয় পর্বে সবচেয়ে বেশি প্রার্থী দিয়েছে আরজেডি। লালুর দল লড়বে ৭০ আসনে। কংগ্রেস প্রার্থী দিয়েছে ৩৭ জন। ভিআইপি ১০ আসনে। এছাড়াও প্রায় সব আসনে প্রার্থী দিয়েছে প্রশান্ত কিশোরের দল জন সুরজ।

সব মিলিয়ে ৪৫,৩৯৯ হাজার বুথে দ্বিতীয় পর্বে ভোট। মোট ভোটার ৩.৭০ কোটি। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ১.৯৫ কোটি। মহিলা ভোটার ১.৭৪ কোটি। মোট প্রার্থীর সংখ্যা ১,৩০২। এর মধ্যে মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা ১৩৬।

সহপাঠীকে গুলি ধৃত দুই নাবালক

গুরুগাঁও: অবাক কাণ্ড। শনিবার রাতে গুরুগাঁওয়ের সেক্টর ৪৮-এ এক অভিজাত আবাসনে ডিনারে ডেকে এনে সহপাঠীকে গুলি করার অভিযোগ উঠল একাদশ শ্রেণির দুই ছাত্রের বিরুদ্ধে। জানা যায়, ১৭ বছরের এক নাবালক বাবার লাইসেন্সড বন্দুক দিয়ে সহপাঠীকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। আহত ওই ছাত্র আপাতত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল যে ফ্ল্যাটে এই ঘটনা ঘটেছে, সেখান থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন, পাঁচটি কার্তুজ, একটি ফাঁকা শেল, ৬৫টি কার্তুজ-সহ আরও একটি ম্যাগাজিন। এবার প্রশ্ন উঠছে, কেন এই আগ্নেয়াস্ত্রগুলি বাড়িতে রাখা হয়েছিল? গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ। একাদশ শ্রেণির দুই ছাত্রকে আটক করেছে পুলিশ।

ফি দিতে না পারায় অধ্যক্ষের লাঞ্ছনা কলেজ পড়ুয়াকে
অপমানে গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা ক্যাম্পাসেই

লখনউ: যোগীরাজ্যে শিক্ষাক্ষেত্রেও চলছে চূড়ান্ত অমানবিকতা, নিষ্ঠুরতা। পরীক্ষার ফি জমা দিতে না পারায় কলেজের তৃতীয় সেমিস্টারের এক ছাত্রকে চূড়ান্ত অপমান করলেন অধ্যক্ষ। বললেন, কলেজ কোনও ধর্মশালা নয়। এখানেই শেষ নয়, তাঁকে চুলের মুঠি ধরে ব্যাপক মারধরও করলেন অধ্যক্ষ। পুলিশ ডেকে ২০ বছরের ওই পড়ুয়াকে বের করে দেওয়া হয় কলেজ থেকে। অপমানে, দুঃখে শনিবার দুপুরে কলেজ ক্যাম্পাসেই গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন ওই পড়ুয়া। তার আগে একটি ভিডিওতে সমস্ত ঘটনার কথা জানিয়ে রেকর্ডও করেন ওই পড়ুয়া।

ন্যক্কারজনক এই ঘটনার সাক্ষী হল মুজফফরনগর জেলার বুধানার একটি কলেজে। এই ঘটনায় নিন্দার ঝড় উঠেছে গোটা রাজ্যে। সাধারণ মানুষের অভিযোগ, এর নৈতিক দায় এড়াতে পারে না যোগী প্রশাসন। ভিডিওতে ওই ছাত্র অভিযোগ করেছেন, ফি বাবদ কোনওরকমে ১৭০০ টাকা জোগাড় করেছিলেন তিনি। কিন্তু বাকি ৭০০০ টাকা জোগাড় করতে পারেননি। সেই কারণেই তাঁকে পরীক্ষায় বসতে দিচ্ছিল না কর্তৃপক্ষ। তার উপর অধ্যক্ষের চরম লাঞ্ছনা। ৭০ শতাংশ দগ্ধ অবস্থায় দিল্লির ওই হাসপাতালে এখন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন ওই পড়ুয়া।

বলেন কী সংঘপ্রধান?

নয়াদিল্লি: ফের বিতর্ক উসকে দিলেন সংঘপ্রধান। মন্তব্য করে বসলেন, অযোধ্যায় রামমন্দির চেয়েছিলাম আমরা। যাঁরা এই নির্মাণের কাজে এগিয়ে এসেছেন স্বয়ংসেবকরা তাঁদেরই ভোট দিয়েছে। কংগ্রেস যদি এই দাবিকে সমর্থন করত স্বয়ংসেবকরা তাদেরই ভোট দিত। মোহন ভাগবতের কথায়, কোনও দলই আমাদের নয়। আমরা কোনও রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করি না। এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে তীব্র বিতর্ক দেখা দিয়েছে। বিরোধীদের কটাক্ষ, সংঘের তো কোনও রেজিস্ট্রেশনই নেই।

বিদ্রোহীদের ভয়ে ঘুম উবে গেছে পাক সরকারের। কোয়েটা থেকে পেশোয়ারগামী জাফর এক্সপ্রেস বন্ধ করে দিল পাকিস্তান রেল। ফলে বালুচিস্তানের সঙ্গে রেল যোগাযোগও আপাতত বন্ধ। অগাস্ট মাসে বালুচ বিদ্রোহীরা ৫ বার হামলা চালায় এই ট্রেনে

বিশ্রামের অজুহাতে প্রত্যাহার সেনাবাহিনীর ৬০ হাজার জওয়ান

আওয়ামি লিগের ডাকে ‘লকডাউন’ রুখতে ঢাকার রাস্তায় ৭০০০ পুলিশ

বিক্ষোভের আশঙ্কায় ইউনুসের বাসভবন যেন এক দুর্গ

ঢাকা: হাসিনা অনুগামীদের লকডাউনের ডাক ঘুম কাড়ল ইউনুস সরকারের। আওয়ামি লিগের আন্দোলন রুখতে বাংলাদেশের রাজধানীর দখল নিল পুলিশ। ৭০০০ পুলিশ নেমেছে ঢাকায়। সোমবার থেকেই গোটা দেশে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ১৩ নভেম্বর ঢাকা অচল করে দিতে চাইছে আওয়ামি লিগ। তাৎপর্যপূর্ণভাবে হাসিনা অনুগামীদের আন্দোলনের ঝাঁপানোর আগে বিশ্রামের অজুহাতে প্রায় ৬০ হাজার জওয়ানকে প্রত্যাহার করে নিয়েছে সেনাবাহিনী। রবিবার থেকেই পুলিশের কঠোর নিরাপত্তার ঘেরাটোপে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহঃ ইউনুসের বাসভবন। সরকারের আশঙ্কা, যে কোনও মুহূর্তে তাঁর বাসভবনের সামনে জড়ো হতে পারেন শয়ে শয়ে আওয়ামি লিগের কর্মী-সমর্থক। বিক্ষোভকারীরা ঢুকে পড়ার চেষ্টা করতে পারে প্রধান উপদেষ্টার বাড়িতেও। শুধু ইউনুসের বাড়ির সামনেই নয়, অন্তর্বর্তী সরকারের অন্যান্য কর্তাদের নিরাপত্তার জন্যও তাঁদের বাড়ির সামনে বন্দুকের নল উঁচিয়ে পজিশন নিয়েছে পুলিশ। বিভিন্ন সরকারি ভবনের সামনেও শনিবার থেকে দফায় দফায় মহড়াও দিচ্ছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার ১৩ নভেম্বর ঢাকা লকডাউনের ডাক দিয়েছে আওয়ামি লিগ। ওইদিন ঢাকার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া প্রথম মামলার রায়ের দিনক্ষণ ঘোষণার কথা। তারপরে যেকোনও দিন সাজা ঘোষণা। তার আগেই সোমবার থেকে নতুন উদ্যমে আন্দোলনে ঝাঁপাতে চাইছে আওয়ামি লিগ। ১০ থেকে ১৩ নভেম্বর টানা আন্দোলনের ডাক দিয়েছে। দ্রুত নেতা-কর্মীদের ঢাকায় পৌঁছে যেতে বলেছে লিগের শীর্ষ নেতৃত্ব। তাঁদের আটকাতে ঢাকামুখী রাস্তাগুলোতে ব্যারিকেড দিচ্ছে পুলিশ। শুরু হয়েছে ব্যাপক ধরপাকড়। লক্ষণীয়, গত ১২ মে থেকে আওয়ামি লিগের কার্যকলাপে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল ইউনুস সরকার। এবার তারই জবাব দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন লিগ কর্মী-সমর্থকরা।

অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, ২০২৪ সালের ৫ অগাস্ট নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ ছাড়ার পরে ঢাকার নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিল সেনাবাহিনী। কিন্তু ১৫ মাস পরে দিন দুয়েক আগে ৬০ হাজার জওয়ানকে প্রত্যাহার করে নিয়েছে সেনা। বলা হয়েছে, জওয়ানদের এখন বিশ্রামের প্রয়োজন। কিন্তু নেপথ্যের আসল কারণটা কী, তা স্পষ্ট নয় আদৌ। এদিকে ওয়াবদুল কাদের, জাহাঙ্গীর কবীর নানক, এস এম কামাল হোসেন, সুজিত রায় নন্দী, পঙ্কজ নাথের মতো আওয়ামি লিগ নেতারা, সাদ্দাম হোসেন, শেখ ওয়ালি ইনানের মতো ছাত্র লিগ নেতারা দফায় দফায় ভার্চুয়াল বৈঠক করছেন। তাঁদের সাফ কথা, অবৈধ সরকারকে উৎখাত না করা পর্যন্ত থামবে না আন্দোলন। ধরপাকড়ের সংখ্যাই প্রমাণ করছে, আওয়ামি লিগ জিন্দা হ্যায়। শুক্রবারই গ্রেফতার করা হয়েছে দলের ৪৬ নেতা-কর্মীকে। লিগের অভিযোগ, গত কয়েকমাসে তাদের অন্তত ৩ হাজার কর্মী-সমর্থককে গ্রেফতার করা হয়েছে। ব্যাপক নির্যাতনের শিকার হয়ে জেলের ভেতরেই প্রাণ হারিয়েছেন লিগের অন্তত ৪০ কর্মী-সমর্থক।

মানব না বাংলা ও বাঙালির অপমান

(প্রথম পাতার পর)

বাংলাবিদ্বেষী বিজেপি-আরএসএসের এই গভীর ষড়যন্ত্রের তীব্র নিন্দা করে ক্ষোভ উগরে দিল দেশবাঁচাও গণমঞ্চ। রবিবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে বিভাজন তৈরির এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর ডাক দিল গণমঞ্চ। এদিন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসুর নেতৃত্বে সাংবাদিক বৈঠকে ছিলেন সাংসদ দোলা সেন, সুমন ভট্টাচার্য, রন্তিদেব সেনগুপ্ত, সৈকত মিত্র, সৈয়দ তানভির, বাসুদেব ঘটক, বণালি মুখোপাধ্যায়, সিদ্ধব্রত দাস, দীপঙ্কর দে, প্রদীপ্ত গুহঠাকুরতা, সোমা চক্রবর্তী, রাহুল চক্রবর্তী, নাজমুল হক, ভাস্কর চক্রবর্তী, সিদ্ধার্থ গুপ্ত, অমিত কালি, ভিভান ঘোষ, সুশান রায় প্রমুখ।

বিজেপি-আরএসএসের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে জাতীয় ঐক্যের প্রতীক ‘জনগণমন’-এর বিরুদ্ধে মিথ্যাচার এবং ‘বন্দে মাতরম’-কে অকারণে বিতর্কের কেন্দ্রে টেনে এনে ধর্মীয় বিভাজন তৈরির প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে দেশবাঁচাও গণমঞ্চ। সংগঠনের তরফে পূর্ণেন্দু বসু বলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দু’জনেই বাংলা ও বাঙালির গর্ব। কিন্তু এই দু’জনের মধ্যেও এখন বিভাজন করতে চাইছে বিজেপি। ‘বন্দে মাতরম’ কিংবা ‘জনগণমন’ নিয়ে কোনও কথা বলার কোনও অধিকার নেই বিজেপি-আরএসএসের। কারণ, জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম থেকে ওরা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল। আর এই দুটি গানই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল স্লোগান ছিল। ‘বন্দে মাতরম’ স্লোগান দিয়ে একের পর এক বিপ্লবী ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ দিয়েছিলেন। বঙ্কিমকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ‘‘বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয় সাহিত্যের আকাশে প্রথম উজ্জ্বল নক্ষত্র’’। আর বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বকবিকে নিয়ে বলেছিলেন, ‘‘রবিবাবুর কবিত্ব প্রতিভা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়!’’ তাই এই দু’জনের মধ্যে বিভাজন তৈরির কোনও অর্থই হয় না। কিন্তু নিজেদের ব্যর্থতা ঢেকে দেশের আসল সমস্যা থেকে মানুষের দৃষ্টি ঘোরাতে এই দ্বন্দ্ব-বিতর্কের সৃষ্টি করেছে বিজেপি!

মৃতদের পরিজনদের পাশে তৃণমূল

(প্রথম পাতার পর)

সাহায্য করবে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বহরমপুর পুরসভার চেয়ারম্যান নাড়ুগোপাল মুখোপাধ্যায়, বিধায়ক অপূর্ব সরকার-সহ নেতা-কর্মীরা। সাঁইথিয়ায় মৃত বিমান প্রামাণিকের পরিবারের পাশে দাঁড়ান মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী-সহ স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। মন্ত্রী বলেন, বিজেপির তৈরি করা চক্রান্তের ফলে নিরীহ মানুষগুলো মারা যাচ্ছে, তার জন্য বিজেপির ন্যূনতম লজ্জাবোধ নেই। তৃণমূল বাংলার প্রতিটি মানুষের পাশে আছে, ভয় পাবেন না। পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে এসআইআর-আতঙ্কে মৃত বিমল সাঁতরার বাড়িতে যান তৃণমূল বিধায়ক তথা পশ্চিম বর্ধমান জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সাংসদ সামিরুল ইসলাম, বিধায়ক অলোক মাঝি, ব্লক সভাপতি মেহমুদ খান-সহ স্থানীয় নেতৃত্ব। জামালপুর নবগ্রামের ওড়িশাপাড়ার বাসিন্দা বিমল সাঁতরা পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে তামিলনাড়ুতে কাজে গিয়েছিলেন। গত ৩১ অক্টোবর বিষ খেয়ে তামিলনাড়ুতে আত্মহত্যা করেন বিমল সাঁতরা। রবিবার তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তিন লক্ষ টাকার চেক তাঁর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয় এবং পাশে থাকার বার্তাও দেন তাঁরা।

এদিকে এসআইআর-আতঙ্কে আত্মহননের পথ বেছে নেওয়া ভাঙড়ের সফিকুল ইসলামের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে রবিবার দেখা করলেন তৃণমূল নেতৃত্ব। ছিলেন বিধায়ক শওকত মোল্লা, কাউন্সিলর অরূপ চক্রবর্তী-সহ আরও অনেকে। তাঁরা ওই পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস ও ভরসা দেন। দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপির কালীচরণপুর গ্রামে এসআইআর-আতঙ্কে মৃত শাহাবুদ্দিন পাইকের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন দুই সাংসদ পার্থ ভৌমিক, বাপি হালদার ও বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার-সহ স্থানীয় নেতৃত্ব। পরিবারকে আর্থিক সাহায্য করার পাশাপাশি পাশে থাকার আশ্বাস দেন তাঁরা।

আমেরিকায় ধৃত ভারতের ২ মোস্ট ওয়ান্টেড গ্যাংস্টার

ওয়াশিংটন: ভারতের ২ মোস্ট ওয়ান্টেড গ্যাংস্টার ধরা পড়ে গেল মার্কিন মুলুকে। তারা বিদেশে বসেই ভারতে হামলার ছক কষত। ধৃতদের মধ্যে একজন কুখ্যাত লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের সদস্য বলে জানতে পেরেছেন গোয়েন্দারা। ধৃতদের নাম ভেঙ্কটেশ গর্গ এবং ভানু রানা। ভেঙ্কটেশ পুলিশের জালে পড়েছে জর্জিয়ায়। গুরগাঁওয়ে এক বিএসপি নেতার হত্যাকাণ্ডে তার হাত ছিল বলে মনে করছে পুলিশ। কপিল সাঙ্গওয়ান ওরফে নন্দু গ্যাংয়ের সক্রিয় সদস্য ভেঙ্কটেশ হরিয়ানার নারায়ণগড়ের বাসিন্দা। দিল্লি, হরিয়ানা, রাজস্থান-সহ উত্তর এবং উত্তর পশ্চিম ভারতে অপরাধচক্রের নাটের গুরু ছিল সে। ১০টিরও বেশি ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত হয়ে সে জর্জিয়ায় পালিয়েছিল। আমেরিকাতেই পুলিশের জালে পড়েছে লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের সক্রিয় সদস্য ভানু। পাঞ্জাবে গ্রেনেড হামলা-সহ সারা দেশে অজস্র অপরাধের অভিযোগ তার বিরুদ্ধে। বিদেশে বসেই সে অপরাধ সাম্রাজ্য চালাত হরিয়ানা, পাঞ্জাব আর দিল্লিতে। কিন্তু এতদিন পুলিশ ছুঁতে পারেনি তাদের। খুঁজেও পায়নি। শেষে দু’জনেই ধরা পড়ে গেল মার্কিন মুলুকে। দু’জনকেই ভারতে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

বিষোদ্গারের পুরস্কার?

ইসলামাবাদ: ভারতের প্রতি ক্রমাগত বিষোদ্গারের পুরস্কার? পাকিস্তানের সেনাপ্রধানের জন্য এক নতুন পদ তৈরি হচ্ছে, যার নাম দেওয়া হচ্ছে চিফ অফ ডিফেন্স ফোর্সেস। যার অর্থ দাঁড়ায় প্রতিরক্ষাবাহিনীর প্রধান। যদিও ভারতীয় বাহিনীর প্রত্যাঘাতের মুখে দাঁড়িয়ে চূড়ান্ত বিপর্যয় ঘটেছে পাকবাহিনীর। শনিবার পাকিস্তান পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে এ-ব্যাপারে একটি সংশোধনী বিল পেশ করা হয়েছে। বিলে বলা হয়েছে, সেনাপ্রধানের দায়িত্বে যিনি থাকবেন তিনি এই পদাধিকারী হবেন। স্পষ্টতই মুনিরকে পদোন্নতি দেওয়ার জন্যই এই বিল পেশ। আসলে পহেলগাঁও গণহত্যা এবং ভারতের প্রত্যাঘাতের পর থেকেই মুনির সমানেই বিষ ঢালছিলেন ভারতের বিরুদ্ধে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই কারণেই মুনিরকে বিশেষ স্বীকৃতি দিল পাক সরকার।

কাজের চাপ, স্ট্রোকে মৃত্যু হল বিএলও-র

(প্রথম পাতার পর)

অত্যন্ত মানসিক চাপে ছিলেন। শনিবার রাতে ফর্ম বিলি করার সময়ই অসুস্থ হয়ে পড়েন। হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়। চিকিৎসক মৃত্যুর কারণ জানিয়েছেন ব্রেন স্ট্রোক। খবর ছড়িয়ে পড়তেই কমিশন এবং এসআইআর আতঙ্ক ছড়ানোর জন্য বিজেপির নিন্দায় মুখর হয়ে ওঠেন স্থানীয়রা। তৃণমূল মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী সরাসরি গদ্দার অধিকারীকে বিএলও-র মৃত্যুর জন্য দায়ী করেছেন। রবিবার কালনা শ্মশানঘাটে শবদাহ করতে এসে মারাত্মক অভিযোগ তোলেন মৃতার স্বামী মাধব হাঁসদা। তিনি জানান, তাঁর স্ত্রীকে ফর্ম বিলির জন্য প্রচণ্ড চাপ দেওয়া হচ্ছিল। তিনি রাত পর্যন্ত ফর্ম বিলি করতে বাধ্য হচ্ছিলেন।

এসআইআরে বিজেপির বিষবাষ্প, আতঙ্কে

(প্রথম পাতার পর)

দাঁড়ানো হয়েছে। আশা সোরেনের পরিবারের সঙ্গেও তৃণমূল সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি যোগাযোগ রাখছে ও পাশে থাকছে। ঘটনার পরেই ওই মহিলার বাড়ি যান ধনেখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র।

পরিবারের সঙ্গে দেখা করে পাশে থাকার আশ্বাস দেন। তিনি বলেন, বিজেপি নেতারা যেভাবে হুমকি দিচ্ছে, কাগজ না থাকলে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেব, তা নিয়ে মানুষ আতঙ্কিত এবং একের পর এক মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে বলে দাবি। এমনকী নির্বাচনের আগে এসআইআর নিয়ে কেন এত তাড়াহুড়ো তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন ধনেখালির তৃণমূল বিধায়ক।

জাপানে ভূমিকম্প, সতর্কতা সুনামির

জাপান: শক্তিশালী ভূমিকম্পে রবিবার বিকেলে কেঁপে উঠল জাপান। বিকেল ৫টা ৩ মিনিট নাগাদ ইয়াটে দ্বীপ ও লাগোয়া অঞ্চলে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়াল। উত্তাল হতে শুরু করল সমুদ্র। এরপরেই সুনামি সতর্কতা জারি করা হয় উত্তর জাপানের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। উপকূলের সমস্ত এলাকা ফাঁকা করতে নামে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। এদিন রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৬.৭। জাপানের আবহাওয়া দফতর বলছে, ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল উত্তর জাপানের ইয়াটে দ্বীপ থেকে ৭০ কিমি দূরে ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০ কিমি গভীরে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

৮ নভেম্বর, ছন্দের অভিসারে-র উদ্যোগে আয়োজিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সম্মাননা প্রদান করা হয় কবি কমল দে সিকদারকে। পরিবেশিত হয় আবৃত্তি, কবিতাপাঠ, গান, শ্রুতি নাটক

খোলা হাওয়া

বাংলা সাহিত্য উৎসব

» ৭-৯ নভেম্বর, পার্ক স্ট্রিট অক্সফোর্ড বুক স্টোরে অনুষ্ঠিত হল একাদশতম এপিজে বাংলা সাহিত্য উৎসব। উদ্বোধন করেন নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ি। বিভিন্ন দিন উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী ব্রাত্য বসু, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, সুধাংশুশেখর দে, অভীক মজুমদার, অঞ্জন দত্ত, পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়, ঋজুরেখ চক্রবর্তী, সেবন্তী ঘোষ, যশোধরা রায়চৌধুরী, শিবাজিপ্রতিম বসু, জয়ন্তনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। নানা বিষয়ে তাঁরা আলোচনায় মেতে ওঠেন। প্রকাশিত হয় বই। দর্শক-শ্রোতার উপস্থিতি ছিল উল্লেখ করার মতো।

নাট্য উৎসব

» ৫-৯ নভেম্বর, হাওড়ার রামগোপাল মঞ্চে নটধার উদ্যোগে আয়োজিত হয় ৫ দিনের নাট্য উৎসব। হালিশহরের ইউনিটি মালঞ্চর 'বিনোদিনী মঞ্চ' তৈরির কাজে সহযোগিতার জন্য এই আয়োজন। সাড়া দিয়েছে রাজ্যের ১৫টি দল। উদ্বোধনী দিনে উপস্থিত ছিলেন দেবাশিস মজুমদার, মেঘনাদ ভট্টাচার্য, তারক সেনগুপ্ত। উদ্বোধনী নাটক হিসাবে অভিনীত হয় ইউনিটি মালঞ্চর 'নিশিকুটুম'। এরপর অভিনীত হয় যথাক্রমে ব্যান্ডেল আরোহী, শৌভিক সাংস্কৃতিক চক্র, শান্তিপুর উড়ান,

ময়না অন্য ভাবনা, বিভাব নাট্য অ্যাকাডেমির নাটক। ৬ নভেম্বর মঞ্চস্থ হয় ইচ্ছেমতো'র প্রযোজনা 'বীরাঙ্গনা কাব্য'। পরেরদিন মঞ্চস্থ হয় সংশপ্তকের প্রযোজনা 'ডানা'। শনিবার অভিনীত হয় নটধার প্রযোজনা 'জালিয়ানওয়ালা ১৯১৯'। ৯ নভেম্বর সকাল থেকে অভিনীত হয় হাওড়া জেলার ৬ দলের নাটক। অভিনয় করে যথাক্রমে সমীপেষু, কেপিআর, হাওড়া সৃজন, বাউড়িয়া পিআরটি, স্পৃহা এবং পশ্চিমবঙ্গ নাট্যসংঘ।

পানাগড় বইমেলা ও সাহিত্য উৎসব

» ৫-৯ নভেম্বর পশ্চিম বর্ধমানের পানাগড় বাজার মিত্র সংঘ ক্লাবে অনুষ্ঠিত হল ১ম পানাগড় বইমেলা ও সাহিত্য উৎসব। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। ৬০টিরও বেশি প্রকাশন সংস্থার অংশগ্রহণে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে প্রথম বইমেলা। দীপাঞ্জন দাস জানান, পাঠক-প্রকাশকের উষ্ণ সাড়া আগামীতে আরও বৃহত্তর আয়োজনে অনুপ্রাণিত করবে।

ধ্রুপদ উৎসব

» আনন্দী ক্ল্যাসিক্যালস আয়োজন করেছিল বাৎসরিক অনুষ্ঠান 'ত্রয়ী'। ধ্রুপদ কেন্দ্রিক এক সুমধুর ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত-সন্ধ্যা। ৮ নভেম্বর কলকাতার গোলপার্কের রামকৃষ্ণ মিশনের বিবেকানন্দ হলে। পদ্মশ্রী পণ্ডিত উমাকান্ত গুন্ডেচা ও অনন্ত গুন্ডেচা (ধ্রুপদ কণ্ঠ সঙ্গীত), কলকাতার ধ্রুপদ সঙ্গীত শিল্পী রুবি মুখার্জি, বিদুষী পদ্মজা বিশ্বরূপ (বিচিত্র বীণা) প্রমুখ এই ধ্রুপদ উৎসবে অংশগ্রহণ করেন। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, গত বছরের অপার সাফল্যের পর আবার তাঁদের এই প্রয়াস। 'ত্রয়ী'র এই সংস্করণে ধ্রুপদ সঙ্গীতের সুর, ছন্দ আর পদের অপূর্ব সমাগম শ্রোতাদের হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব অনুনাদ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে।

আলোচনাসভা

» ৭ নভেম্বর, কলকাতা প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত হল একাকী নয়, মাইন্ড সেট ও স্পিচ প্লাস এবং ভাষা সংসদের উদ্যোগে তথাকথিত বিশেষ ভাবে চিহ্নিত প্রতিবন্ধী শিশুদের ও তাদের বাবা-মায়েদের নিয়ে এক আলোচনাসভা। এর উদ্দেশ্য ছিল সমাজে নানাভাবে অবহেলিত, বঞ্চিত এই শ্রেণির মানুষদের ও সাধারণ জনগনের সচেতনতা বৃদ্ধি। বক্তা হিসেবে ছিলেন মনোবিদ ডাঃ দেবাঞ্জন পান, স্পিচ থেরাপিস্ট ড. সোমনাথ মুখার্জি, সিনিয়র আইনজীবী দেবযানী সেনগুপ্ত, আইনজীবী কৌশিক গুপ্ত, আইনজীবী মলয় কংসবণিক ও রম্যানি ঘোষাল। সকলেই এক সুরে বলেন, এটা ব্যক্তিগত সমস্যা না ভেবে এখন সমষ্টিগত সমস্যা হিসাবে ভেবে দলবদ্ধভাবে সচেতনতা বাড়াতে হবে। কারণ এখন অধিকাংশ বাচ্চাই কোনও না কোনও অস্থিরতা ও অসুস্থতায় আক্রান্ত।

আইনে অনেক কিছু বদলালেও মানুষের মনকে বদলাতে হবে, তবেই এরাও যে আর পাঁচজনের মতোই, তা উপলব্ধি করবে সমাজ।

অনুষ্ঠানে ভাষা সংসদের পক্ষ থেকে বিতস্তা ঘোষাল বিশিষ্ট অতিথিদের হাতে উপহার হিসাবে বই ও গাছ তুলে দেন ও এই ধরনের সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান আরও বেশি হওয়া উচিত বলে জানান। সমস্ত অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন মনোবিদ ডাঃ শ্রেয়সী চ্যাটার্জি।

মৃত স্বপ্নরা

» ৬ নভেম্বর, কলকাতার মুক্তাঙ্গন থিয়েটার হলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির আর্থিক সহায়তায় মঞ্চস্থ হল নাটক 'মৃত স্বপ্নরা'। ভাবনা, আবহ, মঞ্চ, নাটক ও নির্দেশনায় অনিমেষ তরফদার। চাকরিহারা অনিরুদ্ধর অবলম্বন দুটি ক্রাচ। ভোরবেলায় বাড়ি বাড়ি খবরের কাগজ দেন। পরবর্তী সময় থেকে রাত পর্যন্ত একটি চায়ের দোকানে কাজ করেন। মাতৃহারা একমাত্র সন্তান কৌশানীকে বড় করে তোলার উদ্দেশ্যেই জীবন অতিবাহিত করে চলেছেন। সৎ, আদর্শবান অনিরুদ্ধর আদর্শে

অনুপ্রাণিত পাড়ারই এক যুবক সৌম্যদীপ তাঁদের পরিবারের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। পরীক্ষা দিয়ে পুলিশের চাকরি পেয়ে যান সৌম্যদীপ। খবরটা পাওয়া মাত্রই অনিরুদ্ধ আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠেন। আপাত শান্ত অনিরুদ্ধর ভেতরে একটি সুপ্ত আগ্নেয়গিরির জ্বলন্ত লাভা টগবগ করে ফুটতে থাকে। তার পিছনে রয়েছে একটি বিশেষ কারণ। তিনি এবং তাঁর মতো আরও অনেক শিক্ষিত মানুষ হয়েছেন বঞ্চনার শিকার। যাঁর কারণে তিনি জীবনে অনেককিছু হারিয়েছেন, একদিন তাঁকে উচিত শিক্ষা দেন। শেষে নিজেকে আইনের হাতে সমর্পণ করেন। বিষয়বস্তুকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। তবে নাটকের গতি একটু শ্লথ। বিভিন্ন চরিত্রে মনে রাখার মতো অভিনয় করেছেন অনিমেষ তরফদার, গৌতম শিকারি, শোভন সরকার, আশিস বিক্রম, কঙ্কনা ব্যানার্জি, অরিশ তরফদার, কৌশানী বসু। আবহ প্রয়োগে দিগ্বিজয় বিশ্বাস, আলোয় মলয় চ্যাটার্জি, রূপসজ্জায় শেখ ইব্রাহিম যথাযথ কাজ করেছেন।

ঐতিহাসিক উপন্যাস

» শনিবার, ঐতিহ্যমণ্ডিত টাউন হলে গুণিজন সমাবেশে দীপ প্রকাশন থেকে প্রকাশিত হল দেবারতি মুখোপাধ্যায়ের নতুন ঐতিহাসিক উপন্যাস 'উল্লাসকর'। উপস্থিত ছিলেন দেবারতি মুখোপাধ্যায়, কৌশিক দত্তগুপ্ত, নন্দিনী ভট্টাচার্য, দীপ্তাংশু মণ্ডল, সুকন্যা মণ্ডল, কল্পনা মণ্ডল। সঞ্চালনায় ছিলেন শ্রীতমা মুখোপাধ্যায়।

মাঠে ময়দানে

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বিশ্বকাপ জিতেই উজ্জয়িনীর মহাকাল মন্দিরে আরাধনায় দীপ্তি শর্মা

রোনাল্ডোর ৯৫৩তম গোল, জিতল দলও

রিয়াধ, ৯ নভেম্বর : স্বপ্নপূরণের দিকে আরও একটা ধাপ এগোলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। সৌদি লিগে নিওমকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে আল নাসের। এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-র ম্যাচে রোনাল্ডোকে বিশ্রাম দিয়েছিলেন কোচ। এদিন মাঠে ফিরেই অবশ্য গোল পেয়েছেন সিআর সেভেন। যা তাঁর কেরিয়ারের ৯৫৩তম গোল। এক হাজার গোলের মাইলস্টোন স্পর্শ করার জন্য রোনাল্ডোর চাই আর মাত্র ৪৭টি গোল। ম্যাচের পর সেশ্যাল মিডিয়াতে রোনাল্ডোর বার্তা— স্বপ্নের পিছনে দৌড়চ্ছি।

বিপক্ষের মাঠে ৪৭ মিনিটে অ্যাঞ্জেলো গ্যাব্রিয়েলের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল আল নাসের। ৬৫ মিনিটে পেনাল্টি থেকে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন রোনাল্ডো। তার আগেই অবশ্য লাল কার্ড দেখেছিলেন নিওমের লুসিয়ানো রডরিগেজ। তবে ১০ জনে হয়ে যাওয়ার পরেও লড়াই ছাড়েনি নিওম। বরং ৮৪ মিনিটে আহমেদ জাবেরের গোলে ১-২ করে ফেলেছিল তারা। যদিও দু'মিনিটের মধ্যেই জোয়াও ফেলিক্সের গোলে ৩-১ করে ফেলে আল নাসের। এদিনের জয়ের পর, টানা ৮ ম্যাচ জিতে ২৪ পয়েন্ট নিয়ে সৌদি লিগের শীর্ষে রইল আল নাসের।

ম্যাচে গোল পেলেও, বিতর্কে জড়িয়েছেন রোনাল্ডো। প্রথমার্ধের একেবারে শেষ মুহূর্তে (ম্যাচের ফল তখন গোলশূন্য) প্রতি আক্রমণ শানাচ্ছিল আল নাসের। কিন্তু রেফারি বাঁশি বাজিয়ে হাফ টাইমের ঘোষণা করেন। আর

গোলের পর রোনাল্ডো। আল নাসেরের ম্যাচে।

এতেই চটে যান রোনাল্ডো। ড্রেসিংরুমে ফেরার সময় হাততালি দিয়ে রেফারিকে বিদ্রুপ করে রোনাল্ডোকে বলতে শোনা গিয়েছে, দারুণ কাজ করেছেন। এভাবেই চালিয়ে যান। দারুণ রেফারিং করছেন আপনি।

বিশ্বকাপ থেকে গুকেশের বিদায়

পানাজি, ৯ নভেম্বর : গোয়াতে আয়োজিত ফিডে দাবা বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেলেন দোম্মারাজু গুকেশ। দাবার ইতিহাসে কনিষ্ঠতম বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন গুকেশ টুর্নামেন্টের তৃতীয় রাউন্ড থেকেই বিদায় নিয়েছেন। জার্মান গ্র্যান্ডমাস্টার ফ্রেডেরিক সভানের বিরুদ্ধে শেষ গেমে গুকেশের সামনে সুযোগ ছিল ড্র করার। কিন্তু অতিরিক্ত আগ্রাসী হতে গিয়ে ভুল চাল দিয়ে নিজের পতন ডেকে আনেন তিনি। গত বছর চিনা গ্র্যান্ডমাস্টার ডিং লিরেনকে হারিয়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর থেকেই গুকেশের ফর্মে ভাটার টান। গুকেশের কোচ গ্রেজেগর্জ গায়েভস্কির বক্তব্য, কেউ যখন দীর্ঘদিনের একটা লক্ষ্য ছুঁয়ে ফেলে, তখন এমন শূন্যতা আসে। নতুন প্রেরণা খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। গুকেশ এই মুহূর্তে সেই শূন্যতার মধ্য দিয়ে চলেছে। তিনি আরও বলেছেন, আমরা ভুলে যাচ্ছি, গুকেশের বয়স মাত্র ১৯। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর এখন বাকি দাবাড়ুরাও ওর বিরুদ্ধে বাড়তি মোটিভেশন নিয়ে খেলে। প্রত্যাশার চাপও রয়েছে। তবে গুকেশ ঠিক ঘুরে দাঁড়াবে।

অলিম্পিকে অনিশ্চিত ভারত-পাক ম্যাচ

দুবাই, ৯ নভেম্বর : ১২৮ বছর পর ক্রিকেট ফিরছে অলিম্পিকে। ২০২৮ লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকে টি-২০ ফরম্যাটে হবে পুরুষ ও মহিলা ক্রিকেট। দুবাইয়ে আইসিসির বৈঠকে চূড়ান্ত হয়ে গেল যোগ্যতা অর্জনের মাপকাঠি। আর তাতে অলিম্পিকের আসরে ভারত ও পাকিস্তান দ্বৈরথ নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে।

স্থির হয়েছে, অলিম্পিক ক্রিকেটে পুরুষ এবং মহিলা বিভাগে অংশগ্রহণ করবে ৬টি করে দেশ। আইসিসি-র পাঁচটি অঞ্চল থেকে একটি করে দেশ অলিম্পিকে খেলার সরাসরি ছাড়পত্র পাবে। এটা হবে ক্রমতালিকার ভিত্তিতে। অর্থাৎ এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে আইসিসির ক্রমতালিকার শীর্ষ থাকা দল হিসাবে ভারত সরাসরি অলিম্পিকে খেলবে। সেক্ষেত্রে পাকিস্তানকে বাছাই পর্বে খেলে অলিম্পিকের যোগ্যতা অর্জন করবে হবে। কারণ ষষ্ঠ দেশটি বেছে নেওয়া হবে বাছাই পর্ব থেকে।

বর্তমান ক্রমতালিকা অনুযায়ী এশিয়া থেকে ভারত, ওসেনিয়া অঞ্চল থেকে অস্ট্রেলিয়া, ইউরোপ থেকে ইংল্যান্ড এবং আফ্রিকা থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা সরাসরি অলিম্পিকে খেলবে। আবার আমেরিকা অঞ্চল থেকে ক্রমতালিকার বিচারে সরাসরি খেলার কথা ওয়েস্ট ইন্ডিজের। আবার অলিম্পিকের আয়োজক হিসাবে আমেরিকাও দাবিদার। এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও নেওয়া হয়নি। আরও জানানো হয়েছে, সব মিলিয়ে ২৮টি ম্যাচ হবে অলিম্পিক ক্রিকেটে। প্রতিটি দলে ১৫ জন করে ক্রিকেটার রাখা যাবে। ২০২৮ সালের ১২ জুলাই থেকে ২৯ জুলাই পর্যন্ত চলবে ক্রিকেটের ম্যাচগুলি।

মেসি-ম্যাজিকে মায়ামি চারে

ফ্লোরিডা, ৯ নভেম্বর : প্রথমবার মেজর লিগ সকার কাপের সেমিফাইনালে ইন্টার মায়ামি। সৌজন্যে লিওনেল মেসি। নিজে জোড়া গোল করার পাশাপাশি একটি অ্যাসিস্টও করেছেন তিনি। নিটফল, নাশভিলকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে শেষ চারের টিকিট ছিনিয়ে নিল মায়ামি।

বেস্ট অফ থ্রি প্লে-অফের প্রথম ম্যাচে মায়ামি জিতলেও, দ্বিতীয় ম্যাচ জিতেছিল নাশভিল। তাই রবিবারের তৃতীয় ম্যাচটি ছিল মেসিদের জন্য ডু অর ডাই। আর মেসি-ম্যাজিকে সেই বাধা টপকে সেমিফাইনালে উঠল মায়ামি। এবার মেসিদের প্রতিপক্ষ এফসি সিনসিনাটি। ম্যাচের ১০ মিনিটেই মেসির গোলে এগিয়ে গিয়েছিল মায়ামি। বিপক্ষ ডিফেন্ডারের ভুল পাস থেকে বল পেয়ে জালে জড়ান তিনি। ৩৯ মিনিটে মেসির গোলেরই ব্যবধান দ্বিগুণ হয়। মাতেও সিলভেত্তির ব্যাক পাস থেকে বল পেয়ে গোল করেন তিনি। যা মেসির কেরিয়ারের ৮৯৪তম গোল।

বিরতির পর নাশভিলের উপর আরও দু'টি গোল চাপিয়ে দেয় মায়ামি। দুটোই করেছেন তাদেও আলেন্দে। ৭৩ মিনিটে জর্ডি আলবার পাস থেকে বল পেয়ে ৩-০ করেন

> **প্রথমবার মেজর লিগ সকার কাপের সেমিফাইনালে ইন্টার মায়ামি। সৌজন্যে লিওনেল মেসি। নিজে জোড়া গোল করার পাশাপাশি একটি অ্যাসিস্টও করেছেন তিনি।**

আলেন্দে। দু'মিনিট পরেই মেসির পাস থেকে বল পেয়ে ব্যক্তিগত দ্বিতীয় তথা দলের চতুর্থ গোলটি করেন আলেন্দে। যা মেসির কেরিয়ারের ৪০০তম অ্যাসিস্ট। এদিকে, এদিনের ম্যাচটা ছিল মায়ামির জার্সিতে আলাবার ১০০তম ম্যাচ। তাই খেলার পর সতীর্থরা আলবাকে মাঠেই সংবর্ধনা দেন।

জোড়া গোল মেসির। মেজর লিগ সকারে প্রথমবার সেমিফাইনালে দল।

২৮ সেকেন্ডে গোল গ্রিজম্যানের, জয়ও

মাদ্রিদ, ৯ নভেম্বর : লা লিগায় অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ প্রথম চারের দৌড়ে টিকে গেল আতোয়া গ্রিজম্যানের জাদুতে। লেভান্তের বিরুদ্ধে চারা ৩-১ গোলে জিতেছে। তবে এই জয়ে সবথেকে বেশি আলোচিত হল ফরাসি তারকার ভূমিকা।

গত পাঁচ ম্যাচের মধ্যে মাত্র একবারই গ্রিজম্যান প্রথম এগারোয় থেকে ম্যাচ শুরু করেছিলেন। লেভান্তের বিরুদ্ধেও যেমন রিজার্ভ বেঞ্চ থেকে উঠে এসে মাঠে নেমেছিলেন। আর তারপরই তিনি সবাইকে চমকে দেন। মাঠে নেমে মাত্র ২৮ সেকেন্ডের মধ্যে গোল করে ফেলেন। গত এক দশকে লা লিগায় পরিবর্ত প্লেয়ার হিসাবে মাঠে নেমে এটাই দ্রুততম গোল।

গোল করলেন গ্রিজম্যান।

এরপর গ্রিজম্যান আরও একটি গোল করেছেন। ১২ মিনিটে লেভান্তে আত্মঘাতী গোলে পিছিয়ে পড়েছিল। ২১ মিনিটে সেই গোল শোধ করে দেন মানু স্যাঞ্চেজ। গত চার ম্যাচে অ্যাটলেটিকোর বিরুদ্ধে এটাই প্রথম গোল। ১-১ হয়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধের মাঝামাঝি অ্যাটলেটিকো কোচ দিয়েগো সিমিওনে গ্রিজম্যানকে নামান। তারপরই খেলা ঘুরে যায়। তিনি পরপর দুটি গোল করে খেলা ঘুরিয়ে দেন। গ্রিজম্যান নেমেই গোল করে ফেলার পর খেলা শেষ হওয়ার ১০ মিনিট আগেও একটি গোল করে অ্যাটলেটিকোর জয় সুনিশ্চিত করেন। লেভান্তে এরপর একটি গোল করলেও তা অফসাইডের জন্য বাতিল হয়েছে। গ্রিজম্যান পরে বলেন, আমরা যারা বেঞ্চে থাকি তাদের সবাইকে প্রস্তুত থাকতে হবে। আমি এমনিতে সব ম্যাচেই খেলতে চাই। কিন্তু পেশাদার হিসাবে দলের প্রয়োজনে এভাবেই চালিয়ে যেতে চাই।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

10 November, 2025 • Monday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
১০ নভেম্বর ২০২৫
সোমবার

আবদারে সাড়া দিয়ে ভক্তের বাইকে অটোগ্রাফ দিলেন এমএস ধোনি

সুমন্তর সেঞ্চুরি, সুরজের আগুনে জয়ের হাতছানি

প্রতিবেদন: রেলওয়েজের বিরুদ্ধে রঞ্জি ট্রফির ম্যাচের প্রথম দিন শুরুতেই ধাক্কা খায় বাংলা। সেখান থেকে অনুষ্টুপ মজুমদার ও শাহবাজ আহমেদের ব্যাটে দুরন্ত কামব্যাক। রবিবার ম্যাচের দ্বিতীয় দিন সুমন্ত গুপ্তর সেঞ্চুরি এবং বল হাতে সুরজ সিন্ধু জয়সওয়ালের আগুনে বোলিংয়ে জয়ের স্বপ্ন দেখছে বাংলা। সুরাটে দ্বিতীয় দিনের শেষে বাংলা এগিয়ে ৩৭৭ রানে। প্রথম ইনিংসে বাংলার ৪৭৪ রানের জবাবে রেলওয়েজের রান ৫ উইকেটে ৯৭।

প্রথম দিনের দুই অপরাজিত ব্যাটার অনুষ্টুপ এবং সুমন্ত এদিন শুরু থেকে রানের গতি বজায় রাখেন। আগের দিন সেঞ্চুরি পূর্ণ করা অনুষ্টুপ এদিন ১৩৫ রানে আউট হন। তবে সুমন্ত অসাধারণ ব্যাট করে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে প্রথম সেঞ্চুরি

করেন। ১২০ রান করে ফেরেন বঙ্গ ব্যাটার। শেষ দিকে বিশাল ভাটির ৩৬ এবং রাহুল প্রসাদের ৪০ রানের সুবাদে সাড়ে চারশোর উপর রান করতে সক্ষম হয় বাংলা।

জবাবে রেলের ব্যাটিংকে শুরুতেই বেলাইন করে দেন বাংলার পেসার সুরজ। প্রথম ওভারেই রেলের ওপেনার জুবের আলিকে ফেরান তিনি। এরপর রেলের ইনিংসের ৭ রানে দ্বিতীয়, ১১ রানে তৃতীয় এবং ১৬ রানে চতুর্থ উইকেট তুলে নিয়ে বাংলাকে চালকের আসনে বসিয়ে দেন সুরজ। সেখান থেকে ভার্গভ মেরাই (৩৭ অপরাজিত) লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। মাঝে সুরজ আহুজাকে ফিরিয়েছেন শাহবাজ। দ্বিতীয় দিনের শেষে রেলওয়েজের রান ৯৭-৫। সুরজের ঝুলিতে ৪ উইকেট।

জাতীয় শিবিরে যোগ রায়ানের

প্রতিবেদন: ভারতীয় পাসপোর্ট হাতে পাওয়ার পরই বেঙ্গালুরুতে জাতীয় শিবিরে যোগ দিলেন অস্ট্রেলীয় উইঙ্গার রায়ান উইলিয়ামস। তবে রবিবার এআইএফএফ জানিয়েছে, অস্ট্রেলিয়ার পাসপোর্ট ছেড়ে দিয়েই ভারতীয় শিবিরে যোগ দিয়েছেন রায়ান। তাঁর সঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের সাইড ব্যাক জয় গুপ্তাও যোগ দিয়েছেন জাতীয় শিবিরে। ১৮ নভেম্বর ঢাকায় বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে ভারতের নিয়মরক্ষার ম্যাচ। দেশের মাঠে হংকংয়ের কাছে হেরে খালিদ জামিলের ভারত মূলপর্বের দৌড় থেকে ছিটকে গিয়েছে।

ভারতীয় দলে যোগ দিয়ে নিজের ইনস্টাগ্রাম পোস্টে 'বিদেশি' রায়ান লিখেছেন, অনেকদিন ধরেই যেটা সত্যি বলে মনে হচ্ছিল, সেটাই আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করতে পেরে সম্মানিতবোধ করছি। এই দেশ আমাকে যে ভালবাসা, সুযোগ এবং নিজের প্রতি আনুগত্যের অনুভূতি দিয়েছে তার জন্য কৃতজ্ঞ। পুরো প্রক্রিয়ার শেষ পর্বটি বেশ কঠিন ছিল। ভারত, আমি আপনারই একজন।

কোচ খালিদ বলেছেন, রায়ান ও অবনীতের অন্তর্ভুক্তিতে জাতীয় দল উপকৃত হবে। ভবিষ্যতে ওসিআই কোটার আরও চার-পাঁচজন খেলোয়াড়কে আমরা ডাকব।

ঘোষিত প্রাথমিক স্কোয়াডে না থাকলেও জয়কে ডেকেছেন কোচ খালিদ জামিল। ওসিআই কোটায় নেপালে জন্মানো ডিফেন্ডার অবনীত ভারতীও যোগ দিয়েছেন জাতীয় শিবিরে।

ক্রিকেটের ডার্বি মোহনবাগানের

প্রতিবেদন : মরশুমের প্রথম ক্রিকেট ডার্বির রং সবুজ-মেরুন। রবিবার জেসি মুখার্জি ট্রফিতে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গলকে ৪ উইকেটে হারাল মোহনবাগান। টানটান উত্তেজনার মধ্যে দু'বল হাতে রেখেই জয় ছিনিয়ে নেয় বাগান। টস হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে, নির্ধারিত ২০ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে ১৭৮ রান তুলেছিল ইস্টবেঙ্গল। মাত্র চার রানের জন্য সেঞ্চুরি হাতছাড়া করেন ঋতম পোড়েল। তিনি ৫৬ বলে ৯৬ রান করে আউট হন। মোহনবাগানের বোলারদের মধ্যে আমির গনি ও জেসাল কারিয়া ১টি করে উইকেট নেন। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে, ১৯.৪ ওভারে ৬ উইকেটে ১৮১ রান তুলে ম্যাচ জিতে নেয় মোহনবাগান। অভিষেক রামন ৫৬ এবং কাইফ আহমেদ ২৯ রান করেন। শেষ ওভারে জেতার জন্য দরকার ছিল ৯ রানের। জোড়া চার হাঁকিয়ে জয় এনে দেন সন্দীপন দাস। এই নিয়ে টানা দুই ম্যাচ জিতল মোহনবাগান।

আবারও হার

হংকং : হংকংয়ে সিক্সেস ২০২৫ টুর্নামেন্টে ফের হার ভারতের। কুয়েত, আরব আমিরশাহি ও নেপালের কাছে এবার দীনেশ কার্তিকরা ৪৮ রানে হেরেছেন শ্রীলঙ্কার কাছে। প্রথমে ব্যাট করে ৬ ওভারে ১৩৮ রান তুলেছিল শ্রীলঙ্কা। জবাবে ৬ ওভারে ৬ উইকেটে ৯০ রানেই আটকে যায় ভারত। এই ম্যাচে কার্তিকের বদলে দলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন স্টুয়ার্ট বিনি। তিনি ৯ বলে ২৫ রান করে নট আউট থেকে যান। প্রসঙ্গত, টুর্নামেন্ট থেকে আগেই ছিটকে গিয়েছিল ভারত।

চোখ সুপ্রিম কোর্টে, ক্ষোভ সৌভিকদের

নয়াদিল্লি, ৯ নভেম্বর: আইএসএলের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। লিগের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা কয়েক হাজার মানুষের রুটিরুজি সংকটে। শুধু আইএসএল নয়, আই লিগের তিনটি ডিভিশন, আইডব্লুএল-সহ ৬০টির বেশি ক্লাবের কোচ, ফুটবলার, সাপোর্ট স্টাফ, ম্যানেজমেন্ট সম্প্রচারসংস্থার কর্মীরা আতঙ্কিত ভারতীয় ফুটবলের চরম সংকটে। ফেডারেশনের অপেশাদার কর্তাদের কিছু করণীয় নেই। এখন আইএসএলের মার্কেটিং পার্টনার ঠিক করতে বিড প্রক্রিয়া তদারকি করার জন্য প্রাক্তন বিচারপতি এল নাগেশ্বর রাওয়ের অধীনে থাকা বিড ইভ্যালুয়েশন কমিটিকেই পরবর্তী পদক্ষেপ করতে হবে। রবিবার এই কমিটি জরুরি বৈঠক ডেকে বর্তমান পরিস্থিতি এবং টেন্ডার প্রক্রিয়ার পর্যালোচনা করে। আইএসএল আয়োজন করতে চেয়ে কোনও সংস্থা দরপত্র জমা না দেওয়ায় উদ্ভূত সংকটজনক পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠার বিকল্প রাস্তা নিয়ে আলোচনা হয়।

পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে সুপ্রিম কোর্টে তাঁর রিপোর্ট জমা দেবেন বিড ইভ্যালুয়েশন কমিটির প্রধান প্রাক্তন বিচারপতি এল নাগেশ্বর রাও। হয়তো আজ সোমবারই। ফলে সর্বোচ্চ আদালত কী রায় দেয়, সেদিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই। এই পরিস্থিতিতে ফুটবলাররা নিজেদের ক্ষোভ, হতাশা উগরে দিচ্ছেন। ইস্টবেঙ্গলের বাঙালি মিডফিল্ডার সৌভিক চক্রবর্তী সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, আইএসএলের জন্য দরপত্র জমা না পড়া শুধু একটা ব্যবসায়িক ধাক্কা নয়। ফুটবল প্রশাসনে সমস্যা কতটা গভীরে সেই ছবিটাই উঠে এসেছে। এটা শুধু লিগ আয়োজনের ব্যাপার নয়। যখন দেশের সর্বোচ্চ লিগ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে, তখন তৃণমূল স্তর থেকে জাতীয় ফুটবল—সব কিছুতেই তার প্রভাব পড়ে। এখন আমাদের স্বচ্ছতা, পরিকল্পনা এবং একতা দরকার। আশা করি, সংকট কাটিয়ে ওঠা যাবে। উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ইস্টবেঙ্গল গোলকিপার দেবজিৎ মজুমদারও।

ওড়িশা ও সিকিমে খেলবে কিবুর দল

প্র্যাকটিসে হালকা মেজাজে লুকা।

প্রতিবেদন: শুধু আইএসএল নিয়ে অনিশ্চয়তাই নয়, আয়োজক স্বত্ব নিজেদের হাতে থাকা সত্ত্বেও আই লিগ সময়ে শুরু করতে পারেনি এআইএফএফ। নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহেও আই লিগ শুরুর দিনক্ষণ নিয়ে পরিষ্কার ছবি সামনে নেই। তবু ডায়মন্ড হারবার এফসি-র মতো প্রথমবার আই লিগে উত্তীর্ণ ক্লাব প্রস্তুতিতে খামতি রাখতে চাইছে না। তাই দেশের বিভিন্ন জায়গায় টুর্নামেন্ট খেলে নিজেদের তৈরি রাখছে কিবু ভিকুনার দল। চলতি মাসে প্রায় একই সময়ে দু'টি টুর্নামেন্টে খেলবে ডায়মন্ড হারবার। ওড়িশার একটি টুর্নামেন্টে খেলার পাশাপাশি সিকিম গভর্নর্স গোল্ড কাপে খেলবে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্লাব। ২৮ বছর পর সিকিম গোল্ড কাপে খেলবে ইস্টবেঙ্গলও।

ওড়িশায় বিদেশি-সহ প্রথম সারির সিনিয়র দল নিয়ে যাচ্ছে ডায়মন্ড হারবার। সেই দলের কোচ হিসেবে যাচ্ছেন কিবু। গ্যাংটকের টুর্নামেন্টে ডায়মন্ড হারবার সরাসরি কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে খেলবে। ২৬ নভেম্বর কোয়ার্টার ফাইনালে জিতলে ২৮ তারিখ সেমিফাইনাল। জিতলে ফাইনাল ৩০ নভেম্বর। অন্যদিকে, ১৬ নভেম্বর ওড়িশায় খেলতে যাচ্ছে কিবুর দল।

ডায়মন্ড হারবার এফসি-র সহসভাপতি আকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, গ্যাংটকের পালজোর স্টেডিয়ামের কৃত্রিম ঘাসের মাঠে গতবার চোট পেয়েছিল আমাদের কয়েকজন ফুটবলার। টার্ফ ভাল না হওয়ায় আমরা দ্বিতীয় সারির দল পাঠাচ্ছি সিকিমে। তবে ওড়িশায় সেরা দলই যাচ্ছে।

ফেডেরারের রেকর্ড ভাঙলেন জকো

এথেন্স, ৯ নভেম্বর : অনেকদিন পর চেনা ফর্মে নোভাক জকোভিচ। এথেন্সে হেলেনিক চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ইতালির লোরেঞ্জো মুসেত্তিকে ৪-৬, ৬-৩, ৭-৫ সেটে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন জকোভিচ। যা তাঁর কেরিয়ারের ১০১তম এটিপি খেতাব জয়।

৩৮ বছর বয়সি জকোভিচ এই জয়ের সুবাদে ভেঙে দিয়েছেন কিংবদন্তি রজার ফেডেরারের রেকর্ড। টেনিসের ওপেন এরা-তে সবথেকে বেশি হার্ড কোর্ট খেতাব জয়ের রেকর্ড ছিল ফেডেরারে দখলে (৭১টি)। এই জয়ের পর জকোভিচের হার্ড কোর্ট খেতাবের সংখ্যা বেড়ে হল ৭২টি।

ফাইনালের শুরুটা অবশ্য ভাল হয়নি জকোভিচের। প্রথম সেট হেরে পিছিয়ে পড়েন তিনি। যদিও হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সেট জিতে খেতাব নিশ্চিত করেন। ম্যাচের পর ক্লান্ত জকোর বক্তব্য, তিন ঘণ্টার একটা ম্যাচ খেললাম। শারীরিকভাবে অত্যন্ত ক্লান্তিকর ছিল ম্যাচটা। লোরেঞ্জো দুর্দান্ত খেলেছে। ফলে খুব জয়টা খুব সহজে আসেনি।

এদিকে, চ্যাম্পিয়ন হয়েই একটি দুঃসংবাদ দিয়েছেন জকোভিচ। তুরিনে আসন্ন এটিপি ফাইনালস থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন সার্ব টেনিস তারকা। কারণ তাঁর পুরনো কাঁধের চোট ফের মাথাচাড়া দিয়েছে। এদিকে, জকোভিচ সরে দাঁড়ানোতে শিকে ছিঁড়েছে লোরেঞ্জোর। কারণ জকোর বিকল্প হিসাবে তিনি এটিপি ফাইনালস টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করার ছাড়পত্র পেয়েছেন।

কেরিয়ারের ১০১তম এটিপি খেতাব জয় জকোভিচের।

মাঠে ময়দানে
10 November, 2025 • Monday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সাত ঘণ্টা শুধু তোমাদের। মাঠে নেমে উপভোগ করো। ফাইনালের আগে হরমনপ্রীতদের বলেছিলেন কোচ অমল মুজুমদার

শহরে এলেন শুভমন, গম্ভীররা

পন্থকে রেখেই জুরেলের ভাবনা

প্রতিবেদন : সাদা বলের সিরিজ শেষ, গৌতম গম্ভীরের ফোকাস এবার লাল বলে। আগামী শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) থেকে ইডেন গার্ডেন্সে শুরু হচ্ছে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট সিরিজ। চোট সারিয়ে দলে ফিরেছেন ঋষভ পন্থ। তিনি নিশ্চিতভাবেই ইডেন টেস্টে খেলছেন। পন্থের অনুপস্থিতিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে কিপিং করেছিলেন ধ্রুব জুরেল। ফলে স্বাভাবিক নিয়মে তাঁর বাদ পড়ার কথা।

কিন্তু এখানেই ট্যুইস্ট! জুরেল নন, ইডেনে বাদ পড়তে পারেন অলরাউন্ডার নীতীশকুমার রেড্ডি। অন্তত টিম ম্যানেজমেন্টের তেমনই ভাবনা। সেক্ষেত্রে ইডেনের ২২ গজে পন্থ ও জুরেলকে একসঙ্গে দেখা গেলে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট সিরিজে সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছিলেন জুরেল। এরপর ভারত এ দলের হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা এ দলের বিরুদ্ধে দু'ইনিংসেই সেঞ্চুরি করেছেন। তাই ফর্মে থাকা জুরেলকে বাদ দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে না। বরং তাঁকে বিশেষজ্ঞ ব্যাটার হিসাবে খেলাতে চাইছে টিম ম্যানেজমেন্ট। সূত্রের খবর, ইডেনে স্পিন সহায়ক পিচ চাইছেন গম্ভীর। দুই পেসার হিসাবে খেলবেন জসপ্রীত বুমরা ও মহম্মদ সিরাজ। তিন স্পিনার কুলদীপ যাদব, রবীন্দ্র জাদেজা এবং ওয়াশিংটন সুন্দর।

এই প্রসঙ্গে এক বোর্ড কর্তার বক্তব্য, দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে জুরেল খুব সম্ভবত বিশেষজ্ঞ ব্যাটার হিসাবে খেলবে। দু'টি জায়গা রয়েছে ওর জন্য। সাই সুদর্শন তিন নম্বরে এখনও নিজের জায়গা পাকা করতে পারেনি। তবে শেষ টেস্টে ও হাফ সেঞ্চুরি করেছিল। তাই ওকে বসানোর সম্ভাবনা কম। অন্যদিকে, ভারতীয় পিচে নীতীশ রেড্ডির বোলিং খুব একটা কাজে লাগবে না। ব্যাট হাতেও সাম্প্রতিক কালে ওর পারফরম্যান্স আহামরি নয়। ব্যাটার হিসাবে ফর্মের বিচারে নীতীশের থেকে জুরেল এগিয়ে। তাই ব্যাটিং অর্ডারের ছ'নম্বরে নামতে পারে জুরেল। তবে এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন কোচ এবং অধিনায়ক।

এদিকে, রবিবার রাতেই কলকাতায় এসেছেন শুভমন, বুমরা, ওয়াশিংটন সুন্দর, নীতিশ রেড্ডি। তাঁদের সঙ্গে এসেছেন কোচ গম্ভীর ও সাপোর্ট স্টাফেরা। এরা সবাই অস্ট্রেলিয়া থেকে এসেছেন। বাকিরা সোমবার আসবেন। মঙ্গলবার থেকে ইডেনে প্রস্তুতি শুরু হবে ভারতের।

মেঘালয়ের আকাশের কীর্তি

১১ বলে ৫০, টানা ৮ ছক্কা

রঞ্জিতে বিশ্বরেকর্ড

সুরাট, ৯ নভেম্বর : প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে দ্রুততম হাফ সেঞ্চুরির রেকর্ড গড়লেন মেঘালয়ের আকাশ চৌধুরি। রবিবার রঞ্জির প্লেট গ্রুপে অরুণাচল প্রদেশের বিরুদ্ধে মাত্র ১১ বলে পঞ্চাশ করেন তিনি। এর আগে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে দ্রুততম হাফ সেঞ্চুরির রেকর্ড ছিল ইংল্যান্ডের ওয়েন হোয়াইটের। ২০১২ সালে লেস্টারশায়ারের হয়ে এসেক্সের বিরুদ্ধে কাউন্টি ম্যাচে ১২ বলে পঞ্চাশ করেছিলেন তিনি। যা ভেঙে দিলেন আকাশ।

আট নম্বরে ব্যাট করতে নেমে, প্রথম বলে কোনও রান নেননি আকাশ। পরের দু'বলে দু'টি সিঙ্গলস নেন। এরপর টানা আট বলে আটটি ছয় মেরে ব্যক্তিগত হাফ সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন! এর মধ্যে অরুণাচলের স্পিনার লিমার দাবির এক ওভারে ছ'টি ছক্কা হাঁকান তিনি। এর ফলে স্যার গ্যারি সোবার্স এবং রবি শাস্ত্রীর পর তৃতীয় ক্রিকেটার হিসাবে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে এক ওভারে ছয় ছক্কা হাঁকালেন আকাশ। ১৯৬৮ সালে নটিংহ্যামশায়ারের হয়ে গ্ল্যামারগানের বোলার ম্যালকম ন্যাশের এক ওভারে ছ'টি ছয় মেরেছিলেন সোবার্স। আর ১৯৮৪-৮৫ রঞ্জি মরশুমে বরোদার তিলক রাজের এক ওভারে ছয় ছক্কা হাঁকিয়েছিলেন শাস্ত্রী।

এ দলের হার

বেঙ্গালুরু : দক্ষিণ আফ্রিকা এ দলের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় বেসরকারি টেস্ট পাঁচ উইকেটে হেরে গেল ভারত এ। জেতার জন্য ৪১৭ রান তাড়া করতে নেমে, গতকাল দিনের শেষ বিনা উইকেটে ২৫ রান তুলেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা এ দল। রবিবার পাঁচ উইকেট হারিয়েই জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় তারা। ৯১ রান করেন জর্ডন হার্মম্যান। টেম্বা বাভুমার অবদান ৫৯। ভারত এ দলের প্রসিধ কৃষ্ণ ২টি উইকেট নেন। কোনও উইকেট পাননি কুলদীপ যাদব। ১টি করে উইকেট পান মহম্মদ সিরাজ ও আকাশ দীপ।

জেতালেন সোধি

নেলসন : তৃতীয় টি-২০ ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৯ রানে হারাল নিউজিল্যান্ড। এতে পাঁচ ম্যাচের সিরিজে আপাতত ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে রইল কিউয়িরা। রবিবার প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৭৭ রান তুলেছিল নিউজিল্যান্ড। ওপেনার ডেভন কনওয়ে ৩৪ বলে ৫৬ রান করেন। ড্যারিল মিচেলের অবদান ২৪ বলে ৪১ রান। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে, ১৯.৫ ওভারে ১৬৮ রানেই গুটিয়ে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের ইনিংস। দুই টেলএন্ডার রোমারিও শেফার্ড (৪৯ রান) ও শামার স্প্রিংগার (৩৯ রান) লড়াই না করলে, ক্যারিবিয়ানদের রান একশোও হত না। ৩৪ রানে ৩ উইকেট ঈশ সোধির।

পরিশ্রমের ফল পেয়েছি : শেফালি

জনতার উচ্ছ্বাসের মধ্যে ঘরে ফেরা শেফালির।

রোহতক, ৯ নভেম্বর: বিশ্বজয়ের তাজ পরে ঘরে ফিরলেন ফাইনালের সেরা শেফালি ভার্মা। ঘরের মেয়েকে উষ্ণ অভ্যর্থনায় বরণ করে নিল রোহতক। বিশ্বকাপ জয়ের পর রবিবার সকালে হরিয়ানায় ফিরেছেন শেফালি। দিল্লি-রোহতক হাইওয়ের কাছে তাঁকে স্থানীয় প্রশাসনের তরফে ফুলের স্তবক দিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হয়। হুডখোলা জিপে শেফালিকে শহরে আনা হয়। রাস্তার দু'পাশে অগণিত জনতা। তাঁদের অনেকের হাতে জাতীয় পতাকা। মুখে স্লোগান, 'ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়া। রোহতক কি শান শেফালি'। ঢোল, কাঁসর বাজিয়ে বিশ্বজয়ীকে স্বাগত জানানো হয়। দেশাত্মবোধক সঙ্গীতে শেফালিকে অভ্যর্থনা জানান স্থানীয় মানুষ।

সার্কিট হাউসে যাওয়ার পর হরিয়ানার ক্যাবিনেট মন্ত্রীরা তাঁকে সম্মানিত করেন। সেখানে সংবাদমাধ্যমের সামনে শেফালি বলেন, দল থেকে বাদ পড়ায় গত একটা বছর আমার জন্য খুব কঠিন ছিল। আমাকে অনেক লড়াইয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু আমি পরিশ্রমের রাস্তা থেকে সরে আসিনি। কঠোর পরিশ্রম করেছি এবং ঈশ্বর তার পুরস্কার দিয়েছেন। সেমিফাইনালের আগে যখন ভারতীয় দলে যোগ দিয়েছিলাম তখন আমি বিশ্বকাপ জয়ে অবদান রাখার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম। ফাইনাল সবসময় একটা বড় প্ল্যাটফর্ম। শুরুর দিকে আমি কিছুটা নার্ভাস ছিলাম। কিন্তু নিজেকে শান্ত রেখেছিলাম। আমার পরিকল্পনায় মনোযোগ দিয়ে তা ভালভাবে বাস্তবায়িত করেছিলাম। এটাই আমাকে অলরাউন্ড পারফরম্যান্স করতে সাহায্য করেছে।

তরুণ প্রতিভাদের জন্য শেফালির বার্তা, নিজেদের উপর বিশ্বাস রাখতে হবে। তাহলে কোনও কিছুই অসম্ভব নয়।

বিগ ব্যাশে রান নেই জেমাইমার

ব্রিসবেন : সদ্যসমাপ্ত মেয়েদের বিশ্বকাপে ভারতের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার অন্যতম কারিগর ছিলেন। তবে বিগ ব্যাশের প্রথম ম্যাচে ব্যর্থ জেমাইমা রডরিগেজ। রবিবার ব্রিসবেন হিটের হয়ে মেলবোর্ন রেনেগেডসের বিরুদ্ধে তিন নম্বরে ব্যাট করতে নেমে, ৯ বলে ৬ রান করে আউট হয়ে যান জেমাইমা। প্রসঙ্গত, ভারতীয় পুরুষ ক্রিকেটারদের বিদেশি লিগে খেলার নিষেধাজ্ঞা থাকলেও, মেয়েদের ক্ষেত্রে তা নেই। মেয়েরা বিসিসিআইয়ের অনুমতি নিয়ে বিদেশি লিগে খেলতে পারেন। এদিকে, মাঠে নামার আগে অস্ট্রেলীয় মিডিয়াকে জেমাইমা রসিকতা করে বলেন, আমি তো ভেবেছিলাম অস্ট্রেলিয়া আমাকে ঢুকতেই দেবে না। বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে জেমাইমার অসাধারণ সেঞ্চুরিতে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। সেই প্রসঙ্গ টেনে মজা করেছেন জেমাইমা।

আইপিএল নিলাম হয়তো ১৫ ডিসেম্বর

মুম্বই, ৯ নভেম্বর : শেষ দুটি আইপিএল নিলাম হয়েছে ভারতের বাইরে। ২০২৪-এ দুবাইয়ে হয়েছিল আইপিএল নিলাম। পরেরবার সৌদি আরবে। ২০২৬-এর নিলাম কোথায় হবে তা জানায়নি বিসিসিআই। তবে এবার নিলাম ১৫ ডিসেম্বর হতে পারে বলে খবর।

নিলামের ভেনু ঠিক করাই এখন বিসিসিআইয়ের কাছে সবথেকে বড় ইস্যু। প্রথমে শোনা গিয়েছিল নিলাম হবে ভারতে। পরে সেটা ঘুরে যায় মধ্যপ্রাচ্যের দিকে। এখন আবার শোনা যাচ্ছে আইপিএল নিলাম হতে পারে ভারতেই। কিন্তু প্রশ্ন হল, কবে নাগাদ হতে পারে এই নিলাম। ২০২৪-এ নিলাম হয়েছিল ২৪-২৫ নভেম্বর। পরেরবার নিলাম হয়েছে ১৯ ডিসেম্বর।

২০২৬-এর নিলামের আগে প্লেয়ার রিটেনশনের ডেডলাইন নির্দিষ্ট হয়েছে ১৫ নভেম্বর। তারমধ্যে ফ্র্যাঞ্চাইজিদের প্লেয়ার রিলিজ ও রিটেনশনের তালিকা প্রকাশ করতে হবে। জানা গিয়েছে রিটেনশনের ঠিক এক মাস বাদে আইপিএল নিলাম হতে পারে। আগে ঠিক হয়েছিল ১৩-১৫ ডিসেম্বর প্লেয়ার রিটেনশন তালিকা প্রকাশ করবে ফ্র্যাঞ্চাইজিরা। কিন্তু পরে তা পরিবর্তন করা হয়েছে। শনি ও রবিবার নিলাম হলে ভিউয়ারশিপ বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে।

এর মধ্যে ঘরোয়া টি-২০ টুর্নামেন্ট সৈয়দ মুস্তাক আলি টুর্নামেন্টে কে কেমন খেলে সেটাও দেখে নেওয়া হবে। ১৪ ডিসেম্বরের মধ্যে তাতে ১২৫টি ম্যাচ হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে ফ্র্যাঞ্চাইজিরা কাউকে নিতে চাইলে মুস্তাক আলি টুর্নামেন্টের পারফরম্যান্স খতিয়ে দেখতে পারবে।